যীশু খ্রীষ্ট

কে

Calcutta Edition 5,000 Copies
© 1990
All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium

মুদ্রণে
এসেম্বলী অফ গড চার্চ স্কুল
প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্ট
১৮/১, রয়েড ষ্ট্রীট,কলিকাতা–৭০০০১৬

সূচীপত্র

পাঠ			পৃষ্ঠা
	দু'টি কথা	.....	১
১ম মাঠ ঃ	যীশুর বিষয় অনুসন্ধান	.....	২
২য় পাঠ ঃ	যীশুই প্রতিশ্রুত মশীহ	.....	১১
৩য় পাঠ ঃ	যীশু ঈশ্বরের পুত্র	.....	২০
৪র্থ পাঠ ঃ	যীশু মনুষ্যপুত্র	.....	৩০
৫ম পাঠ ঃ	যীশু ঈশ্বরের বাক্য	.....	৪৩
৬ষ্ঠ পাঠ ঃ	যীশু জগতের আলো	.....	৫১
৭ম পাঠ ঃ	যীশু আরোগ্যদাতা ও বাপ্তিস্মদাতা	.....	৬০
৮ম পাঠ ঃ	যীশুই ত্রাণকর্তা	.....	৬৯
৯ম পাঠ ঃ	যীশুর পুনরুত্থান ও জীবন	.....	৭৯
১০ম পাঠ ঃ	যীশু খ্রীষ্টই প্রভু	.....	৮৯

১ যীশুর বিষয় অনুসন্ধান

এই পাঠে যে বিষয়গুলি পড়বেন :

বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ

বাইবেলের নির্ভুলতা

বাইবেলের মূল বিষয় বস্তু বা প্রসঙ্গ

যীশুর সম্বন্ধে নূতন নিয়মের বিবরণ

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

অন্য লোকের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই । যীশু কে ? এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ? অনেকে বলে, "তিনি একজন মহান শিক্ষক ছিলেন ।" আবার কেউ বলে তিনি ভাববাদী, দার্শনিক, পাশ্চাত্য দেশের দেবতা, অথবা এমন একজন সৎলোক যাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসরণ করা উচিৎ ।

যীশু একজন মহান শিক্ষক ও ভাববাদী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তার চেয়েও বেশী ছিলেন । তিনি একজন দার্শনিক বা আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্তের চেয়েও বেশী ছিলেন । যীশু পাশ্চাত্য দেশের লোক ছিলেন না, তাই আমরা তাঁকে পাশ্চাত্য দেশের দেবতা বলতে পারি না । প্রায় ২,০০০ বছর আগে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে বাস করেছেন, তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ দাবী করছে যে তারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানে । তারা তাঁর জন্য মরতেও প্রস্তুত । এই যীশু কে ?

বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ

বাইবেলের নির্ভুলতা ঃ

যীশু কে, তা জানতে হলে তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে নির্ভুল বিবরণ যে বইটিতে আছে, সেই বাইবেলের সাহায্য নিতে হবে। বাইবেলে ৩৫ থেকে ৪০ জন লেখকের মোট ৬৬টি বই আছে।

বাইবেলের লেখকেরা ভিন্ন ভিন্ন পেশার লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে পণ্ডিত, ডাক্তার, রাজা, ভাববাদী, যাজক, ব্যবসায়ী, কৃষক, মেষ পালক, সরকারী কর্মচারী, এবং জেলে প্রভৃতি লোক ছিলেন। প্রায় ১,৬০০ বৎসর কালের মধ্যে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জগতে বাস করেছিলেন। তাঁদের সবাই ছিলেন সৎলোক। তাঁদের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ–

১) তাঁরা সবাই জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিহোবা নামে পরিচিত এক ঈশ্বরের উপাসনা করতেন।

২) তাঁদের সকলের কাছেই ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, এবং তাঁরা মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের বাণী লাভ করেছিলেন।

৩) ঈশ্বর তাঁদের যা লিখতে বলেছিলেন, তাঁরা তাই লিখেছিলেন।

এই লোকেরা যখন অতীত ইতিহাস, ভবিষ্যৎ ঘটনার বিবরণ, এবং মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের বাণী সব যুগের ও সব পরিস্থিতির উপযোগী করে লিখেছিলেন, তখন ঈশ্বর এমন ভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যেন তাঁদের বিবরণে কোন ভুল না হয়। অনেক বছর আগে ঈশ্বরের প্রেরণায় লিখিত এই বইগুলিকে একত্রিত করে একটি বই, অর্থাৎ পবিত্র বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ পিতর ১ ঃ ২১ কারণ ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা মনগড়া নয়, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা ঈশ্বরের দেওয়া কথা বলেছেন।

বাইবেলের প্রত্যেকটি কথা নির্ভুল। ইতিহাসের দিক থেকে তা নির্ভুল। বিজ্ঞানের বিচারেও তা নির্ভুল। বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তিদের সম্পর্কে এর

ভাববাণীগুলি হুবহু পূর্ণ হয়েছে, এবং এর ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব সত্যই ঈশ্বরের বাক্য। সুতরাং বাইবেল যীশুর সম্বন্ধে যা বলে তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি।

বাইবেলের বিষয় ঃ

চল্লিশ জন লোকের দ্বারা ১,৬০০ বছর ধরে লেখা ৬৬টি বইকে একটি বইয়ের মধ্যে আনা হল কেন ? এর কারণ সব বইয়ের একই বিষয়বস্তু। বইগুলি একত্রে একই ছবির ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি দেখিয়ে দেয়। ইতিহাস, আইন, গান, ভাববাণী, জীবনী এবং ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে বাইবেলের সব বইয়ের মূল ভাব এক। এই মূল বিষয়টি হল প্রেমময় ঈশ্বরের দ্বারা পাপী মানুষের পরিত্রাণ।

পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাইবেলের এই উভয় অংশই দেখায় যে, মানুষের জন্য একজন ত্রাণকর্তা প্রয়োজন। আর ঈশ্বর যীশুর মধ্যে এই ত্রাণকর্তার বন্দোবস্ত করেছেন। পুরাতন নিয়ম যীশুর জন্মের অনেক আগে লেখা হয়েছিল, এবং তাতে তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভাববাণী আছে।

ত্রাণকর্তা কিভাবে এ জগতে এলেন আর আমরা কিভাবে তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারি, নূতন নিয়ম থেকে আমরা তা জানতে পারি। সমগ্র বাইবেলের মূল বিষয় মানুষের পরিত্রাণ, আর মানব জাতির ত্রাণকর্তা যীশুই হচ্ছেন এই বিষয়ের কেন্দ্র।

নূতন নিয়মে যীশুর বিবরণ ঃ

নূতন নিয়মে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণগুলি পাইঃ

১) যীশুর জীবন ও শিক্ষা।
২) যীশুর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী।
৩) যীশুর শিষ্য হওয়া সম্বন্ধে শিক্ষা।
৪) যীশুর পুনরাগমনের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলী।

নূতন নিয়মের বিবরণ নির্ভুল। আমরা এর উপর নির্ভর করতে পারি। ঈশ্বরই এর লেখকদের মনোনীত করেছিলেন এবং তাদের প্রতিটি কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। নূতন নিয়মের বিবরণ যে সত্য ; তিনটি বিষয় থেকে আমরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি ঃ (১) ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা, (২) লেখকের নিজের চোখে দেখা ঘটনাবলীর সাক্ষ্য, (৩) ঘটনাগুলির সুষ্ঠ অনুসন্ধান।

মথি, মার্ক, লুক ও যোহন যে চারটি সুসমাচার লিখেছেন, সেগুলি তাদের নিজ নিজ নাম অনুযায়ী পরিচিত। এগুলিই নূতন নিয়মের প্রথম চারটি বই। আমরা এদের সু-সমাচার বলি, কারণ সুসমাচার মানে সু-খবর। যীশু কিভাবে আমাদের অনন্ত জীবন দেবার জন্য এই জগতে এলেন, এই সুসংবাদই এর মূল কথা।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লোকদের দেখি । আপনার জানা কোন একজন লোকের কথা ধরুন । একজনের কাছে সে প্রতিবেশী, অন্য একজনের কাছে বন্ধু, অন্য কারো কাছে সে একজন স্বামী । আবার অন্যান্যদের কাছে সে হয়তো বাবা, কর্মচারী, ইত্যাদি । সকলেই একই ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখতে পারত, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ ও ঝোঁক হত আলাদা ।

ঈশ্বর মথি, মার্ক, লুক, এবং যোহনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যীশু বিষয়ক সু-খবর লিখবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন । মথি যীশুকে একজন রাজা হিসাবে তুলে ধরেছেন, যিনি দায়ূদ রাজার বংশধর, এবং যিনি ধার্মিকতায় এই জগৎ শাসন করবেন ।

মার্ক যীশুকে ঈশ্বরের দাস হিসাবে দেখিয়েছেন, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করবার জন্যই এসেছিলেন । পুরাতন নিয়মে দুঃখভোগকারী দাসের সম্বন্ধে যে ভাববাণী আছে তিনি সেই, যিনি আমাদের পাপের জন্য প্রাণ দিতে এসেছিলেন ।

গ্রীক ডাক্তার লুক যীশুকে মনুষ্যপুত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন, যিনি মানব জাতির নিখুঁত প্রতিনিধি এবং সমগ্র মানব জাতির পাপের প্রতিকার করবার জন্য যিনি এসেছিলেন ।

যোহন তাঁর সু-খবর লিখেছিলেন যেন আমরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র, এই জগতের ত্রাণকর্তা রূপে দেখতে পারি । তাঁর বইয়ে আমরা তাঁর জানা একজন মানুষের জীবন কাহিনী পাই । তিনি যীশুর সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন । যীশু কে তা প্রমাণ করবার জন্যই যোহন তাঁর বই লিখেছেন । তাঁর লক্ষ্য হল, যারাই তাঁর লেখা বইটি পড়বে তারা যেন বিশ্বাস করে যে, যীশু একজন মানুষের চেয়ে বড়–তিনি মানুষের চেহারায় ঈশ্বর । তিনি ঘোষণা করেছেন, যারাই যীশুর উপর বিশ্বাস করবে তারা সবাই অনন্ত জীবন লাভ করবে ! এটি এক মহান ঘোষণা, আর এটা এতই বেশী ভাল যে, মনে হয়

যেন তা রূপকথা। কিন্তু যীশুর অন্যান্য শিষ্যরা তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছেন তা পড়লে আমরা দেখি যে তাঁরা সবাই একমত। তাঁরা যীশুর সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য।

মথি এবং যোহন ছিলেন যীশুর বারো জন শিষ্যের মধ্যে দু'জন। যীশু যখন এই জগতে তাঁর কথা প্রচার করেছেন তখন এরা তাঁর সাথে তিন বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে যে সব অলৌকিক্ কাজ করতে দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেন, তাঁর কিছু কিছু শিক্ষা লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। যোহন যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণগুলি দিয়েছেন এবং জোর দিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করবার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। যীশুর শিষ্য হওয়ার আগে মথি সরকারী নথি-পত্র নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যে রাজার সম্বন্ধে ভাববাণী বলেছিলেন, 'যীশুই যে সেই রাজা' মথি ধারাবাহিকভাবে তার প্রমাণগুলি তুলে ধরেছেন। তিনি ভাববাণীগুলি উল্লেখ করে তাদের পূর্ণতা দেখিয়েছেন, যীশুর রাজকীয় বংশসূত্র দেখিয়েছেন, এবং তাঁর রাজ্যের নীতিগুলি বর্ণনা করেছেন।

যীশু যখন জেরূজালেমে প্রচার করেন, তখন মার্ক ছিলেন সেখানকার এক যুবক। ভীড়ের মধ্যে যে লোকেরা যীশুর প্রচার শুনছিলেন, তাঁর আশ্চর্য কাজগুলি এবং তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দেখেছিলেন, মার্ক সম্ভবতঃ তাঁদেরই একজন ছিলেন। পরে মার্ক যীশুর শিষ্য পিতরের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন, এবং তাঁর সু-সমাচারে যে সব বিবরণ দিয়েছেন তার কিছু কিছু হয়ত পিতরের কাছ থেকেই তিনি জেনেছিলেন।

ডাক্তার লুক অতি যত্নের সঙ্গে যীশুর বিবরণগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি তাঁর এক সম্মানিত বন্ধুকে যীশুর জীবন ও তাঁর মণ্ডলীর বৃদ্ধি সম্পর্কে নির্ভুল খবরাখবর জানানোর উদ্দেশ্যে দু'টি বই লিখেছিলেন (তাঁর সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কাজের বিবরণ)। লুক যীশুর অলৌকিক জন্ম, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিবরণ জানাবার জন্য যীশুর মা মরিয়ম এবং আরও অনেকের সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। যীশু যাদের সুস্থ

করেছিলেন, তাদের অনেককে তিনি পরীক্ষা করে আসল ঘটনা বর্ণনা করেছেন ।

নূতন নিয়মের অন্যান্য লেখক–পিতর, যাকোব যিহূদা এবং পৌল–এদের সবারই যীশুর সম্বন্ধে লিখবার যোগ্যতা ছিল । যীশুর শিষ্য হিসাবে পিতর তাঁর সাথে তিন বছর কাটিয়েছেন । যাকোব ও যিহূদা ছিলেন যীশুর ভাই । পৌল প্রথমে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন । পরে একটি পথ দিয়ে যাবার সময় যীশুর দর্শন ও সাক্ষাৎ লাভ করে তার জীবন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল । তারপর থেকে পৌল অন্যদের কাছে যীশুর কথা প্রচার করেই তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন ।

তাঁরা যীশুর সম্বন্ধে যা জানতেন, আমাদের জন্য (ও তাঁদের সময়কার লোকেদের জন্য) তা লিখে রাখবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন । তাঁদের সবাইকার বিবরণের মধ্যেই মতৈক্য বা মিল রয়েছে । কিভাবে আমরা যীশুকে জানতে ও তাঁর দেওয়া সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারি, নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা তা বর্ণনা করেছেন । এ সম্পর্কে যোহন সংক্ষেপে বলেছেন ঃ

১ যোহন ১ ঃ ৩ ; যাঁকে আমরা দেখেছি এবং যাঁর মুখের কথা আমরা শুনেছি, তাঁর বিষয়েই তোমাদের জানাচ্ছি । আমরা তা জানাচ্ছি যেন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে । এই যোগাযোগ হল, পিতা ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের মধ্যে ।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

যীশু এখন জীবিত, আর আমরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারি । এটা সুসমাচারেই একটা সু-খবর । যীশু বহুকাল আগে যা যা করেছেন, আজও তিনি মানুষের জন্য তাই করেন ।

অন্যলোকদের অভিজ্ঞতা ঃ

এমন কাউকে কি আপনি চেনেন, যে যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানে ? যীশুর সম্বন্ধে জানা মানে, কোন একটা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সভ্য সভ্যা হওয়া অথবা খ্রীষ্টিয়ান নামে পরিচিত হওয়ার চেয়েও বড় বিষয় ! যীশুকে ব্যক্তিগত ভাবে জানলে তা মানুষের জীবনকে বদলে দেয় । আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানে ; তাঁরা খুশি হয়ে আপনাকে যীশুর কথা বলবেন । তাঁদের কেউ কেউ বলেন ঃ

"আগে আমি সবাইকে ঘৃণা করতাম, কিন্তু যীশু আমার জীবনে এসে আমাকে একেবারে বদলে দিলেন । এখন আমি মানুষকে ভালবাসি ও তাদের সাহায্য করতে চাই ।"

"আগে আমার মধ্যে একটা তীব্র অপরাধবোধ ছিল । কিন্তু আমি যখন যীশুর কাছে পাপের ক্ষমা চাইলাম, তখন তিনি সেই বোঝা সরিয়ে নিলেন ! এর বদলে তিনি আমার মধ্যে আনন্দ, শান্তি, এবং এক পরিষ্কার বিবেক দিলেন ।"

"আগে যে ভয় সর্বদা আমাকে সন্ত্রস্ত করে রাখত, যীশু তা থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন । জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে তিনি আমায় শক্তি ও সাহস দেন ।"

"যীশু আমাকে জীবন যাপনের একটি যুক্তিসংগত কারণ, এবং জীবনের একটি উদ্দেশ্য দিয়েছেন ।"

"যীশুই আমার সব সমস্যার উত্তর । প্রর্থনার মধ্য দিয়ে আমি সবকিছুই তাঁকে বলি । কি করতে হবে তা তিনি আমায় বলে দেন এবং আমার প্রয়োজনগুলি মেটান ।"

"আমি আর এখন নিঃসঙ্গ নই, যীশু সব সময়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ।"

"আমি হিরোইনের নেশায় আসক্ত ছিলাম, কিন্তু আমি যখন যীশুকে গ্রহণ করলাম, তখন তিনি আমাকে এর নেশা থেকে মুক্তি দিলেন ।"

"প্রার্থনার উত্তরে যীশু অনেকবার আমায় সুস্থ করেছেন ।"

যারা সত্য সত্যই যীশুকে জানে তাদের এই সাক্ষ্যগুলি এবং এমনি ধরণের আরও হাজার সাক্ষ্য আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের এই কথা সত্য ঃ

ইব্রীয় ১৩ ঃ ৮ ; যীশু খ্রীষ্ট কালকে যেমন ছিলেন, আজকেও তেমনি আছেন এবং চিরকাল তেমনি থাকবেন ।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঃ

যীশু খ্রীষ্ট কে, তা কিভাবে সবচেয়ে ভালভাবে জানা যায় ? বাইবেল থেকে আপনি তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন । এতে আপনি তাঁর জীবন ও শিক্ষার বিবরণ পাবেন । তিনি কেন এই জগতে এসেছিলেন, তিনি আপনার জন্য কি করছেন, বাইবেলে আপনি তা জানতে পারেন । যীশু এখন কি করছেন, ভবিষ্যতে কি করবেন, বাইবেল আপনাকে তা বলে দেয় । অন্যলোকদের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি যীশুর সম্বন্ধে জানতে পারেন । যীশু যখন এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছেন, সেই সময় থেকে শুরু করে আজ এই মূহুর্ত পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করেছে যে, যারা সত্য সত্যই যীশুকে জানতে চায়, তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন । সবচেয়ে বড় কথা হল, আপনি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারেন, এবং আপনার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারেন যে, বাইবেল যা বলে তা সত্য ।

আপনি হয়তো সারা জীবন ধরে যীশুর বিষয় জেনেছেন, অথবা আপনি তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু শোনেন না । আপনি হয়তো তাঁকে জানেন ও ভালবাসেন, অথবা যীশুর ঘোরতর শত্রু সেই পৌল, যার জীবন যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানবার পর বদলে গিয়েছিল, তার মত আপনিও হয়তো সুসমাচারের বিরোধী । যীশুর সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান ও তাঁর প্রতি আপনার মনোভাব যাই হোক না কেন, এই কোর্সের পাঠগুলি লেখা হয়েছে যেন, আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আরও ভাল করে জানতে পারেন । আমাদের আশা ও প্রার্থনা এই যে, আপনি যীশুকে ভাল করে জেনে তাঁর সাথে বন্ধুত্বের আশ্চর্য উপকারগুলি ভোগ করবেন ।

২ যীশুই প্রতিশ্রুত মশীহ

এই পাঠে যে বিষয়গুলি পড়বেন ঃ

বাইবেলের ভাববাণীর প্রকৃতি
- ভাববাণীর গুরুত্ব
- মশীহ বিষয়ক ভাববাণীর বিকাশ
- ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মশীহ

মশীহের বিষয়ে ভাববাণী
- মানুষ এবং ঈশ্বর
- বলি এবং ত্রাণকর্তা
- নবী, যাজক এবং রাজা।

বাইবেলের ভাববাণীর প্রকৃতি বা স্বরূপ

বাইবেলের ভাববাণী হল, ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদের মাধ্যমে তাঁর লোকেদের জন্য যে বাণী দিয়েছিলেন, তাই। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছ থেকে কি চান, এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে, সে সম্বন্ধে অনেক কিছু তিনি এই ভবিষ্যদ্বক্তাদের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন।

ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে যা কিছু প্রকাশ করেছিলেন, তা লিখবার অনুপ্রেরণাও তিনি তাদের দিয়েছিলেন। বাইবেলে আমরা তাদের এই বিবরণ পাই। ভবিষ্যদ্বক্তারা যে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর আভাষ দিয়েছেন তার ফলে, বাইবেলকে অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র থেকে আলাদা করে চিন্‌তে পারা যায়। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অনেকগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। এদের অনেকগুলির পূর্ণতার বিবরণ বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। কতক ভাববাণী এখন পূর্ণ হচ্ছে। অন্যগুলিও ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে।

ভাববাণীর গুরুত্ব ঃ

বাইবেলে ভাববাণীগুলির পূর্ণতা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, বাইবেল "ঈশ্বরের বাক্য" বলে যে দাবী করে, তা সত্য। ভবিষ্যতের সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ ঈশ্বর ছাড়া আর কে জানে ? আর শত শত বছর পরে কোন এক বিশেষ সময়ে, এক বিশেষ স্থানে এক বিশেষ-লোকের জীবনে কি ঘটবে তার নির্ভুল বর্ণনা আর কে-ইবা দিতে পারে ? ঈশ্বর অনেক আগেই ভাববাদীদের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা এবং অবিকল ভাবে সেইমত সব ঘটনা ঘটানোর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেল তাঁরই বাক্য।

পুরাতন নিয়মে একজন ত্রাণকর্তার আগমন সম্পর্কে যে ভাববাণীগুলি আছে, সেগুলি তিনটি কারণে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১) এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মাপ কাঠিতে আমরা যীশুর জীবনকে বিচার করে দেখতে পারি যে, তিনি সত্যই সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা কিনা।

২) এই ভাববাণীগুলির মাধ্যমে আমরা যীশু কে, এবং তিনি কেন জগতে এসেছিলেন, তা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাজ দেখতে পাই।

৩) আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। যীশু বিষয়ক ভাববাণীগুলির প্রথম ধাপ যেমন ঠিক ঠিক পূর্ণ হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ভাববাণীগুলিও পূর্ণ হবে।

মশীহ-বিষয়ক ভাববাণীর বিকাশ ঃ

আমাদের ত্রাণকর্তার সম্বন্ধে যে ভাববাণীগুলি আছে, সেগুলি মশীহ-বিষয়ক ভাববাণী নামেও পরিচিত। মশীহ একটা হিব্রু শব্দ, যার মানে **অভিষিক্ত ব্যক্তি**। যাজক, ভাববাদী ও রাজাদের তৈল দ্বারা অভিষেক করা হত। এর অর্থ ছিল; ঈশ্বর তাদের মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সেবার জন্য পৃথক করেছেন। যে মশীহের আগমন হবে, ঈশ্বরের কাজ করবার জন্য তাঁকে পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষেক করা হবে। তিনি একাধারে ভাববাদী,

যাজক ও রাজা হবেন। মশীহ কথাটির গ্রীক শব্দ হচ্ছে খ্রীষ্ট। আমরা যখন যীশু খ্রীষ্ট বলি, অখন আমরা যীশুকে মশীহ, বা অভিষিক্ত ব্যক্তি বলি, যার মধ্যে মশীহ-বিষয়ক ভাববাণীগুলি পূর্ণ হয়েছে।

ঈশ্বর মশীহ-বিষয়ক প্রতিশ্রুতিগুলি খুব ধীরে ধীরে প্রায় ৪,০০০ বছর বা আরও বেশী সময় ধরে তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে যীশু এই পৃথিবীতে কি কাজ করবেন, এদের কোন কোনটি তারই বর্ণনা করে। অন্যগুলিতে তাঁর ভবিষ্যৎ চিরস্থায়ী রাজ্যের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ভাববাণী কোন একটি স্থানীয় পরিচিতি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি সংশ্লিষ্ট সমস্যাকে ছাড়িয়েও মশীহের আগমনের প্রতি ইংগিত করে।

সময়ের সাথে সাথে ঈশ্বর মশীহ সম্পর্কে ধীরে ধীরে আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন, যেমন কোথায় তাঁর জন্ম হবে, কিভাবে তিনি মরবেন, তিনি কি ধরণের কাজ করবেন ইত্যাদি। বাইবেলের অনেক পণ্ডিত পুরাতন নিয়মের ভাববাণী থেকে মশীহের সম্পর্কে ৩৩০টি বিষয় বের করেছেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, মশীহ এলে সবাই যেন তাঁকে চিন্‌তে পারে।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মশীহ :

পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বরের প্রজারা উপাসনায় যে সব অনুষ্ঠানাদি পালন করত সেগুলির সবই ছিল ঈশ্বরের বাণী অনুসারে। মশীহ, যিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য নিজের জীবন দেবেন, তাঁর চিত্র হিসাবে ঈশ্বর বলি উৎসর্গ প্রথার বন্দোবস্ত করেছিলেন। একজন সিদ্ধ যাজক হিসাবে মানব জাতির জন্য যীশু যা করবেন, পুরাতন নিয়মের যাজকদের কাজ ছিল তারই প্রতীক।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের দেওয়া প্রতীকী ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তা, কিভাবে সম্পূর্ণরূপে যীশুর সাথে মিলে যায়, নূতন নিয়মের ইব্রীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে আমরা তার বিবরণ পাই।

মানুষ পাপ করলে পর ঈশ্বর যে ধর্মানুষ্ঠান ও বলি উৎসর্গের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ আমরা পৃথিবীর সব স্থানেই তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাই। অনেক ধর্মে উপাসনার সময় এমন সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়; যেগুলি যীশুর প্রতিই ইংগিত বহন করে। এই সব ধর্মের লোকেদের বাইবেল পাঠ করে তাদের ধর্মানুষ্ঠানের সত্যিকার অর্থ জেনে নেওয়া উচিৎ।

মশীহের বিষয় ভাববাণী

মানুষ এবং ঈশ্বর ঃ

বাইবেলের প্রথম বইয়ে আমরা মশীহের সম্বন্ধে প্রথম প্রতিশ্রুতিটি পাই। ঈশ্বর তাঁকে নারীর বংশ বলেছেন। তিনি একজন স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম নেবেন। প্রথম নর-নারী আদম-হবা পাপ করেছিল। ঈশ্বরের শত্রু শয়তান তাদেরকে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে প্ররোচনা দিয়েছিল। এর ফলে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিল এবং তাদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে একজন ত্রাণকর্তা জন্ম গ্রহণ করবেন, তিনি শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার ক্ষমতা ধ্বংস করবেন। ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন ঃ

আদি ৩ ঃ ১৫ ; আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব ; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

এর পরে শত শত বছর যাবৎ ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের কাছে ত্রাণকর্তার সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্যালেষ্টাইনের বৈৎলেহমে জন্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তবুও তিনি সাধারণ লোক হবেন না। তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন। তিনি সব সময়ই ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে এসে মানব শিশুরূপে জন্ম নেবেন, মানুষের মতই বড় হয়ে ইস্রায়েলের শাসনকর্তা হবেন। মীখা ভাববাদী বলেছেন ঃ

মীখা ৫ ঃ ২ ; আর তুমি, হে বৈৎলেহম ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা

হইবার জন্য আমার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন ; প্রাকাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি।

যীশুর জন্মের প্রায় ৭০০ বছর আগে ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকে দেখিয়েছিলেন যে, যে ত্রাণকর্তা আসবেন তিনি একাধারে মানুষ এবং ঈশ্বর হবেন। তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নেবেন, তাঁর কোন মানব পিতা থাকবে না, ঈশ্বরই হবেন তাঁর পিতা। তাঁর একটি নাম হবে **ইম্মানুয়েল** যার মানে **আমাদের সাথে ঈশ্বর**।

যিশাইয় ৭ : ১৪ ; অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন ; দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে।

যিশাইয় ৯ : ৬ ; কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে ; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপর কর্তৃত্বভার থাকিবে এবং তাঁহার নাম হইবে আশ্চর্যমন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ।

যীশু কিভাবে মানব পিতা ছাড়াই কুমারী মরিয়মের পুত্র এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বৈৎলেহমে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, মথি ও লুক সুসমাচারে আপনি তার বিবরণ পাবেন। একই সময়ে মানুষ এবং ঈশ্বর হওয়ায় তিনি ছিলেন ইম্মানুয়েল–আমাদের সাথে ঈশ্বর।

বলি উৎসর্গ এবং ত্রাণকর্তা :

ঈশ্বর কয়েকজন ভাববাদীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, ত্রাণকর্তা নিজেকেই মানুষের পাপের জন্য বলিরূপে উৎসর্গ করবেন। যীশু আসবার আগে যত পশু বলি উৎসর্গ করা হয়েছিল তা সবই ছিল যীশুর প্রতীক। পাপী ব্যক্তি যাজকের কাছে একটা মেষ বা ছাগ নিয়ে আসত। তখন যাজক ঐটি বধ করে বেদীর উপরে পোড়াতেন। এর অর্থ ছিল : "হে ঈশ্বর, আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমি এই পাপ কাজের জন্য দুঃখিত ও

অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজ আর করতে চাই না। আমি জানি যে পাপের শাস্তি মৃত্যু সুতরাং মৃত্যুই আমার প্রাপ্য। কিন্তু দয়া করে আমার বদলে এই বলিটি গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা কর। এরপর আমি তোমার উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করব।

ঈশ্বর কিভাবে ত্রাণকর্তাকে আমাদের পাপের বলি স্বরূপ করবেন, পরে তিনি কিভাবে আবার জীবিত হয়ে উঠবেন, এবং তাঁর মৃত্যুর ফলে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তাদের দেখে আনন্দিত হবেন, যিশাইয়া ৫৩ অধ্যায়ে তা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যীশু আমাদের পাপের বলি হয়েছেন এবং আমাদের ত্রাণকর্তা হয়েছেন। কোথায়, কিভাবে তাঁর শ্রেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে, মিথ্যাভাবে তাঁকে দোষী করা হবে, জেলখানায় আটক করে বিচার করা হবে, টিট্‌কারী দেবে, চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করবে এবং ক্রুশে দেবে, ভাববাদীরা সে বিবরণ লিখে গেছেন। কিন্তু তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন। এ সবই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যেমন বলেছিলেন তেমনি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনি আরও পড়াশুনা করবেন।

ভাববাদী যাজক এবং রাজা ঃ

পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলি দেখিয়ে দেয় যে, মশীহ ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আমাদের ভাববাদী, যাজক এবং রাজা রূপে অভিষিক্ত হবেন। ভাববাদী রূপে তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলবেন। যাজক রূপে তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করবেন। রাজা রূপে তিনি আমাদের সাহায্য ও পরিচালনা দেবার জন্য ঈশ্বরের হাত স্বরূপ হবেন। তিনি আমাদের জীবন যাপনের আদর্শ স্বরূপ হবেন এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

যীশু যখন প্রকাশ্যে তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন, তখন তিনি মশীহের সম্বন্ধে এই ভাববাণীই লোকদের পাঠ করে শুনিয়েছিলেন যেন তারা জানতে পারে যে তাঁরই মধ্যে তা পূর্ণ হয়েছে ঃ

যীশাইয় ৬১ : ১, ২ ; প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন ; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই ; যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি ; যেন সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করি ।

ভাববাদী । মোশি ছিলেন যীশুর জন্মের প্রায় ১,৪০০ বছর আগে যিহুদী জাতির এক মহান ভাববাদী, ধর্মীয় নেতা, এবং শাসক । ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে লোকদের কাছে কথা বলেছিলেন । তিনি ঈশ্বরের আইন লাভ করেছিলেন ও লোকদের তা দিয়েছিলেন । তিনি তাদের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন । ঈশ্বর তাঁর দ্বারা যে সব আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে তাঁর প্রজাদের নেতা হবার জন্য ঈশ্বরই তাঁকে পাঠিয়েছেন । মোশি বলেছেন :

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৫ ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন ।

যীশু অনেক দিক দিয়ে মোশির মত ছিলেন । ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে কথা বলেছিলেন । তিনি বড় বড় আশ্চর্য কাজ করেছিলেন । তিনি মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন । একজন ভাববাদী হিসাবে তিনি অনেক ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেমন তাঁর নিজের ক্রুশীয় মৃত্যু, তিন দিন পরে তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর স্বর্গে গমন, তাঁর শিষ্যরা কি কি করবে, পবিত্র আত্মার অবতরণ, সুসমাচার বিস্তার, এবং জেরুজালেম মন্দিরের ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি । যীশুর কথা মতই এ সব ঘটনা ঘটেছে । তাঁ অন্যান্য ভাববাণীর মধ্যে কতক বর্তমানে পূর্ণ হচ্ছে । আর বাদবাকীগুলিও সবই আগামীতে পূর্ণ হবে বলে আমরা জানি ।

যাজক । গীতসংহিতার লেখক মশীহের সম্বন্ধে লিখেছেন :

গীতসংহিতা ১১০ : ৪ ; সদাপ্রভু শপথ করিলেন, অনুশোচনা করিবেন না, তুমি অনন্তকালীন যাজক, মল্কিষেদকের রীতি অনুসারে ।

পুরাতন নিয়মের যাজকেরা লোকদের জন্য প্রার্থনা করতেন এবং তাদের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করতেন। যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য অনেক প্রার্থনা করতেন, আর এখনও তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকেই বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন। এখন আমরা পাপের ক্ষমা লাভের জন্য আমাদের যাজক যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সামনে যেতে পারি। আমরা যখনই প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে যাই, তখন আমাদের যাজক যীশু আমাদের প্রয়োজনগুলি ঈশ্বরের কাছে বলেন।

রাজা। পুরাতন নিয়মের ভাববাণী অনুযায়ী মশীহ এক অসাধারণ বিজয়ী রাজা হবেন। তিনি ঈশ্বর ও মানব জাতির শত্রু শয়তানকে পরাজিত করবেন। তিনি পাপ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-যন্ত্রনা, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত জয় করবেন। তিনি সমস্ত মন্দ শক্তির উপর জয়লাভ করবেন এবং পৃথিবীতে এক পরিপূর্ণ ন্যায় ও শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি জগতের সব সমস্যার সমাধান করবেন। তাই লোকেরা যে আগ্রহের সাথে তাঁর আসবার অপেক্ষায় ছিল, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যিশাইয় ৯ ঃ ৬ পদে আপনি শান্তিরাজের বিষয়ে যে ভাববাণী পড়েছেন, তার পরে সেখানে আরও বলা হয়েছে ঃ **যিশাইয় ৯ ঃ ৭**, দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায় বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত।

সুসমাচারে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, কোন কোন লোক যীশুকে দায়ূদ-সন্তান বলে অভিহিত করেছে। তিনি ন্যায়সংগত ভাবেই দায়ূদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। মশীহ যে এক সুন্দর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, যীশুর শিষ্যেরা তাঁর আশ্চর্য কাজ ও প্রচার থেকে সেই রাজ্যের সব বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পেয়েছিলেন। অনেকে তখনই তাঁকে রাজা বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যীশু তখন তাঁর বিশ্বজনীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমে তিনি আমাদের অন্তরে ও জীবনে তাঁর রাজ্যের আদর্শ ও শর্তগুলি রোপন করেছেন। এখন আমাদের কাজ হল লোকদের আহ্বান করা যেন.

তারা যীশুকে তাদের জীবনের রাজা বা প্রভু বলে গ্রহণ করে, তাদের সবাইকে তিনি পাপ ও শয়তানের ক্ষমতা থেকে মুক্ত করেন।

একদিন যীশু তাঁর অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। আর তাই যীশুকে তাঁর শাসন কেমন হবে, আর তাঁর রাজ্যে আপনার ভূমিকা কি হবে, ইত্যাদি সম্পর্কে সব কিছু জেনে নেওয়া আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি হয়ত নীচের মত একটা প্রার্থনা করতে চাইবেন।

প্রার্থনা ঃ

প্রভু যীশু, আমায় সহায্য কর, যেন তোমাকে ভাল করে জানতে পারি। প্রভু, আমায় সাহায্য কর, যেন আমার জীবনে তোমাকে যোগ্য আসন দিতে পারি।

আমেন।

৩ যীশু ঈশ্বরের পুত্র

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

পুত্র এবং তাঁর পিতা

পিতা ও পুত্রের অনন্তকালীন একতা।

পুত্রের পিতাকে স্বীকার।

পিতার পুত্রকে স্বীকার।

পুত্র এবং তাঁর শিষ্যেরা।

শিষ্যদের পুত্রকে স্বীকার।

পুত্রের তাঁর শিষ্যদের স্বীকার।

পুত্র ও শিষ্যদের অনন্ত মিলন।

যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর সম্বন্ধে আমরা কি বিশ্বাস পোষণ করি তা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধুমাত্র একেজন সৎলোক ছিলেন না –তিনি কেবল মাত্র শিক্ষকই ছিলেন না। তিনি খ্রীষ্ট, একমাত্র সত্য ঈশ্বরের পুত্র। তিনি যে ঈশ্বর, এবং মানুষের চেহারায় এই জগতে এসেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা একবারে নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত। আমরা জানি পাপ ও মন্দ শক্তির কবল থেকে আমাদের মুক্ত করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

পুত্র এবং তার পিতা

পিতা পুত্রের অনন্তকালীন একতা ঃ

বৈৎলেহমে মানুষের চেহারায় জন্ম গ্রহণ করবার আগে যীশু সব সময় তাঁর পিতা, ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। যে মশীহের জন্ম হবে তার সম্বন্ধে মীখা ভাববাদী লিখেছেন ঃ–

মীখা ৫ : ২ ; প্রাকাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি।

মৃত্যুর আগের রাতে যীশু প্রার্থনা করেছেন :

যোহন ১৭ : ৫ ; পিতা, জগৎ সৃষ্টি হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল, তোমার সংগে সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।

যীশু ঈশ্বরের সগে জগৎ সৃষ্টির কাজে অংশ নিয়েছিলেন। যোহন যীশুকে বাক্য বলেছেন, এবং তাঁর সুসমাচারের শুরুতে আমাদের বলেছেন :

যোহন ১ : ১-৩ ; প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সংগে ছিলেন। সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি।

পুরাতন নিয়মের যে বিষয়টি পাঠককে হতবুদ্ধি করে ফেলে, এই শাস্ত্র বাক্যগুলি থেকে তার রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ঈশ্বর যখন বলেছেন "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি" তখন তিনি কাকে একথা বলেছেন ? আর ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকেই-বা কেন বলেছেন যে, যে মশীহের জন্ম হবে, তাঁকে বিক্রমশালী ঈশ্বর, এবং সনাতন, পিতা বলা হবে ?

বাইবেল আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, কেবল একজন সত্য ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। আবার পুরাতন নিয়মে প্রায় ২,৭০০ বার ঈশ্বরের নাম হিসাবে "ইলোহীম" যা অনেক ব্যক্তি বুঝায় এই রূপ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইলোহীমের অনুবাদ করা হয়েছে ঈশ্বর, এবং সে সব ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ঈশ্বরের কাজ বর্ণনা করবার জন্য ঈশ্বরের সাথে অনেক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। সৃষ্টি কাজ বর্ণনায় আমরা এইরূপ দেখতে পাই। কখনও কখনও এই নামটি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন একাধিক ব্যক্তি একজনের মত সব কাজ করছেন। বাইবেলে 'এক' কথাটি দ্বারা একত্ব অথবা 'এক' সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। ঈশ্বরের যে একত্ব তার মধ্যে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন।

আদি ১ ঃ ১, ২, ২৬ ; আদিতে ঈশ্বর (ইলোহীম) আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন । আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন পরে ঈশ্বর (ইলোহীম) কহিলেন, আমরা আমাদের তিমুর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি ।

পুরাতন ও নূতন নিয়মে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ থেকে আমরা দেখি যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা – এই তিন ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলা হয়েছে । আমরা এদের তিনে এক ঈশ্বর বা পবিত্র ত্রিত্ব বলে থাকি–যার মানে একের মধ্যে তিন পবিত্র ব্যক্তি । এদের উদ্দেশ্য, ক্ষমতা এবং সত্ত্বা এক ও অভিন্ন । তারা সর্বদা একত্রে পরিপূর্ণ একতার সাথে কাজ করেছেন । জগৎ সৃষ্টিতে তারা তিনজনে অংশ নিয়েছেন । যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখনও তাঁরা একত্রেই সব-কিছু করেছেন । আর তাঁরা সব সময়ই এইভাবে কাজ করবেন । ঈশ্বর-এই নামটি একটা কুলনামের মতই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা–সবাইর জন্য ব্যবহার করা হয় । তাঁদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আমরা পিতাকে ঈশ্বর বলি, পুত্রকে তাঁর পৃথিবীর নাম–যীশু-বলে ডাকি, এবং পবিত্র আত্মার কথা বলে থাকি ।

যীশু পিতার সাথে তাঁর যুক্ত হওয়াকে 'এক' বলেছেন অথবা অন্য কথায় তিনি পিতার মধ্যে এবং পিতা তাঁর মধ্যে ।

যোহন ১৭ ঃ ২১-২৩ , পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে । যেন আমরা যেমন এক তারাও তেমনি এক হতে পারে, অর্থাৎ আমি তাদের সংগে যুক্ত ও তুমি আমার সংগে যুক্ত ।

যোহন ১৭ ঃ ৫ পদে যীশু যে প্রার্থনা করেছেন পিতা ঈশ্বর তার উত্তর দিয়েছিলেন । যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলে পর ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন।এর চল্লিশ দিন পরে অনেক লোকে তাঁকে স্বর্গে ফিরে যেতে দেখেছে । পরে ঈশ্বর কয়েকজন লোককে পিতার সাথে

স্বর্গীয় মহিমায় যীশুকে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে স্তিফান একজন।

প্রেরিত ৭ : ৫৫ স্তিফান পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেলেন। তিনি যীশুকে ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

পুত্রের দ্বারা পিতাকে স্বীকার :

যীশু জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁর পিতা, এবং অন্যদের কাছেও তিনি সেকথা বলেছেন। তিনি সর্বদা ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে উল্লেখ করেছেন (তার বয়স যখন বরো বছর তখন থেকেই)। প্রার্থনার সময় ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলে ডাকতেন। যীশু লোকেদের বলতেন যে যারা তার উপর বিশ্বাস করে, তাদের অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্যই ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

যোহন ৩ : ১৬ ; ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।

ঈশ্বর যে কাজ করবার জন্য তাঁকে জগতে পাঠিয়েছিলেন তা সুসম্পন্ন করবার দ্বারা যীশু পিতার প্রতি তার সম্মান দেখিয়েছিলেন। ঈশ্বর কেমন বিস্ময়কর, তা তিনি লোকেদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও অলৌকিক কাজ ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন।

যোহন ৮ : ২৮, ২৯ ; আমি নিজে থেকে কোন কিছুই করিনা, বরং পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমি সেই সব কথাই বলি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমার সংগে আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আমি সব সময় সেই কাজই করি।

পিতার দ্বারা পুত্রকে স্বীকার :

আমরা জানি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র কারণ ঈশ্বরই তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে সম্মান দেন। যীশু বলেছেন :

যোহন ৮ : ১৮, ৫৪ ; "আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন ..... যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা, যাকে আপনারা আপনাদের ঈশ্বর বলে দাবী করেন, তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন।"

ঈশ্বর (১) স্বর্গদূত (২) পবিত্র আত্মা এবং (৩) অলৌকিক চিহ্নের মাধ্যমে পুত্রকে সম্মান দিয়েছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যীশু তাঁর পুত্র।

স্বর্গদূতগণ। ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় বার্তা বাহক, স্বর্গদূতগণের দ্বারা লোকেদের জানিয়েছেন যে, যীশু তাঁর পুত্র। স্বর্গদূত যোসেফ ও মরিয়মকে বলেছিলেন যে, কুমারীর গর্ভে যে শিশু জন্ম নেবেন, তিনি হবেন ঈশ্বরেরই পুত্র। স্বর্গদূতগণই বৈৎলেহমের মাঠে মেষ পালকদের কাছে ত্রাণকর্তার জন্ম সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন। যীশুর জীবনের দুটি গুরুতর অবস্থায় স্বর্গদূতগণই পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য দিয়েছিলেন। স্বর্গদূতগণ যীশুর কবরের ঢাকনা পাথর সরিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। আর যীশু যখন স্বর্গে গেলেন, তখন যে লোকেরা সেখানে একত্রিত হয়েছিল, তাদের কাছে স্বর্গদূতগণ বলেছিলেন, যেভাবে যীশু স্বর্গে গেলেন সেই ভাবেই আবার ফিরে আসবেন।

পবিত্র আত্মা। ঈশ্বর যীশুকে সম্মান দেওয়ার জন্য এবং যীশু কে, তা যেন লোকেরা জানতে পারে, সে জন্য পবিত্র আত্মা পাঠিয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা ইলীশাবেৎ, সখরিয়, শিমিয়োন, মরিয়ম, হান্নাকে আত্মার আবেশে পূর্ণ করেছিলেন ও তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন। তারা লোকেদের বলেছিলেন যে, শিশু যীশুই মশীহ। ঈশ্বর বাপ্তাইজকারী যোহনকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছিলেন ও যীশুর পক্ষে বিশেষ বার্তাবাহকরূপে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি ঘোষণা করেন যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বরের সেই মেষশাবক যিনি জগতের পাপ দূর করেন। যীশু বাপ্তাইজিত হওয়ার সময় পবিত্র আত্মা পায়রার আকারে তাঁর উপর নেমে আসল। পবিত্র আত্মা যীশুকে জ্ঞানে ও

ঈশ্বরের পরাক্রমে পূর্ণ সেই মশীহ বা অভিষিক্ত ব্যক্তি রূপে তাঁর কাজের জন্য তাঁকে অভিষেক করেন।

অলৌকিক চিহ্ন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য অনেক চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। একটা তারা পূর্ব দেশীয় পণ্ডিতদের পথ দেখিয়ে শিশু যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিল। তিনবার লোকেরা স্বর্গ থেকে ঈশ্বরকে যীশুর পক্ষে কথা বলতে শুনেছিল। তারা দুইবার ঈশ্বরকে এই কথা বলতে শুনেছিল ঃ

মথি ৩ ঃ ১৭ ও ১৭ ঃ ৫ ; ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।

যীশুর অলৌকিক কাজগুলি এই সাক্ষ্যই দেয় যে তিনি নিজের বিষয়ে যা বলেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র, তিনি আসলে তাই। যীশুর উজ্জ্বল দেহ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মহিমা সম্পর্কে শিষ্যদের সামান্য আভাষ দিয়েছিলেন।

মথি ১৭ ঃ ২ ; তাঁদের সামনে যীশুর চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল।

যীশুর মৃত্যুকালে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ভূমিকম্প হয়েছিল। সূর্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

তিন দিন পরে যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করবার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে সম্মান দিয়েছেন। পরে ঈশ্বর অনেক লোকের চোখের সামনে যীশুকে সশরীরে স্বর্গে তুলে নিয়েছেন। এর পরে ঈশ্বর কয়েকজন লোককে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন যে, যীশু স্বর্গে তাঁর পিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আর শিষ্যেরা যখন যীশুর নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়েছেন ও নানা অলৌকিক কাজ সাধন করেছেন। যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে তাদের সবাইর পক্ষে তাঁর পুত্র যীশুর সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষ্যও বিশ্বাস করা উচিৎ।

পুত্র ও তাঁর শিষ্যগণ

পিতা ও পুত্র যেমন একে অন্যকে স্বীকার করেন, তেমনি ঈশ্বরের পুত্র ও তাঁর শিষ্যেরাও এক পক্ষ অন্য পক্ষকে স্বীকার করেন। এই স্বীকৃতির ফলেই আমরা ঈশ্বরের পুত্রের সংগে অনন্ত কালের জন্য যুক্ত।

শিষ্যেরা পুত্রকে স্বীকার করেন ঃ

যীশু পৃথিবীতে থাকাকালে যারা তাঁর শিষ্য হয়েছিল, তারা সবাই যীশুর উপর বিশ্বাস করেই তাঁর শিষ্য হয়েছিল। তিনি নিজেকে পুত্র বলে দাবী করেছেন, আর তিনি যে আসলে তাই, এটা তারা বুঝেছিল। তারা প্রকাশ্যে তাঁর উপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

মথি ১৬ ঃ ১৬ ; শিমোন পিতর বললেন, "আপনি সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।"

যোহন ২০ ঃ ২৮ ; তখন থোমা বললেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার।"

যীশুর বর্তমান কালের শিষ্যদের খবর কি ? আমরা কিভাবে তাঁকে স্বীকার করি ? কোন একটা মণ্ডলীর সভ্য হওয়ার দ্বারা ? খ্রীষ্টিয়ান নামে আখ্যায়িত হওয়ার দ্বারা সত্যিকার খ্রীষ্টিয়ান হতে হলে প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করতে হবে—তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করতে হবে। আমরা কিভাবে তা করি ? আমাদের জীবনকে তাঁর দিকে ফিরাই, তাঁর উপর নির্ভর করি, এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলি।

যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যোহন তাঁর সুখবর লিখেছিলেন,যেন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন পেতে পারি। তাঁর লেখা চিঠিগুলিতেও যোহন ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করে বলেছেন যে, একমাত্র ঈশ্বরের পুত্রের মাধ্যমেই আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি।

যোহন ২০ ঃ ৩১ ; এসব লেখা হল যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।

১ যোহন ৫ ঃ ১১, ১২ ; ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। ঈশ্বরের পুত্রকে যে পেয়েছে সে সেই জীবনও পেয়েছে ; কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি সে সেই জীবনও পায়নি।

পুত্রের দ্বারা শিষ্যদের স্বীকার ঃ

আমাদের জন্ম হওয়ার অনেক আগেই যীশু আমাদের জানতেন। জগৎ সৃষ্টির আগে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর–মানব জাতির জন্য তাদের পরিকল্পনায় আমাদের দেখেছিলেন। তারা আমাদের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হতে, ঈশ্বরে প্রেমে জীবন যাপন করতে, ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত ভাল জিনিস উপভোগ করতে এবং পরম সুখে তাঁর সাথে জীবন যাপন করতে দেখেছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বর এছাড়া আরও কিছু দেখেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে মানব জাতি বিদ্রোহী হয়ে তাঁর পথ ছেড়ে দূরে, পাপ ও মৃত্যুর পথে চলে যাবে। ঈশ্বর এই জগতে আমাদের পাপের ফল ভোগ করতে দেখেছিলেন, আরো দেখেছিলেন যে, আমরা অনন্ত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি। আমরা বিদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞ জাতি, কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মহাপ্রেম দেখিয়েছেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে আমাদের পরিত্রাণের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন।

আমরা যখন পাপী ছিলাম, সেই পাপী অবস্থায়ও পুত্র ঈশ্বর তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য আমাদের বেছে নিয়েছেন। তিনি আমাদের অপরাধ দেখেছিলেন এবং তিনি আমাদের বদলে আমাদের প্রাপ্য মৃত্যু দণ্ড ভোগ করেছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা দেখে আমাদের জন্য তাঁর শক্তি দিয়েছেন। যারাই তাঁর কাছে আসে, তাদের সবাইকে তিনি গ্রহণ করেন ও পাপের অধীনতা থেকে মুক্ত করেন।

ইফিষীয় ১ ঃ ৪, ৫ ; আমরা যাতে ঈশ্বরের চোখে পবিত্র ও নিখুঁত হতে পারি, সেজন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করবার আগেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন । তাঁর ভালবাসার দরুণ তিনি খুশী হয়ে নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সন্তান হব ।

যীশু এই জগতে থাকা কালে তাঁর শিষ্যদের জন্য যে নামগুলি ব্যবহার করেছেন, তা দেখায় যে তিনি তাঁর সমস্ত অনুসারীদের কেমন গভীরভাবে ভালবাসেন । তিনি তাদের তাঁর ছোট শিশু, ঈশ্বরের সন্তান, জগতের আলো, পৃথিবীর লবণ, তাঁর কণে, তাঁর সাক্ষী, ঈশ্বর তাঁকে যাদের দিয়েছেন, তাঁর ছোট মেষ পাল, তাঁর মনোনীতগণ, তাঁর মণ্ডলী, তাঁর ভাই, দ্রাক্ষালতার শাখা-প্রশাখার মত তাঁর নিজের অংগ প্রত্যংগ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন ।

আমরা কি যীশুকে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি ? যদি করি, তবে তিনিও আমাদের তাঁর নিজের লোক বলে স্বীকার করেন ।

মথি ১০ ঃ ৩২, ৩৩ ; "যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব । কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সামনে তাকে অস্বীকার করব ।"

যোহন ১ ঃ ১২ ; তবে যতজন তাঁর উপরে বিশ্বাস ক'রে তাঁকে গ্রহণ করল, তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন ।

পুত্র ও শিষ্যদের অনন্ত মিলন ঃ

যীশু চান যেন আমরা তাঁর সাথে থাকি । কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন, আর তিনি এ-ও জানেন যে তাঁর সাথে আমাদের যুক্ত থাকার উপরই আমাদের জীবন, সুখ ও ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল । তিনি আমাদের দেহ, প্রাণ ও আত্মায় নতুন জীবন সঞ্চার করেন । তাঁর মধ্যেই আমরা সত্যিকারের সুখ, পূর্ণতা ও মন্দকে জয় করবার শক্তি লাভ করি । যারা এখন প্রতিনিয়ত তাঁর সাথে চলে তারা সবাই স্বর্গে গিয়ে চিরদিনের জন্য তাঁর সাথে বাস করবে । যীশু বলেছেন ঃ

যোহন ১০ ঃ ১০ ; "আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।"

যোহন ১৪ ঃ ৬ ; "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারেনা।"

যোহন ৩ ঃ ৩৫, ৩৬ ; "পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তাঁর হাতে সমস্তই দিয়েছেন। যে কেউ পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর থাকবে।"

যীশুর সাথে আমরা এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে আমরা যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করি তারা সবাই খ্রীষ্টের মধ্যে থাকি এবং তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন। তিনি দ্রাক্ষালতা এবং আমরা শাখা-প্রশাখা।

যোহন ১৫ ঃ ৫ ; 'আমিই আংগুর গাছ, আর তোমরা ডালপালা। যদি কেউ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি তবে তার জীবনে অনেক ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারনা।

প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযোগকে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। যীশু মস্তক। মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর দেহ। তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবে আমরাও নিষ্পাপ পুত্র–ঈশ্বরের সমস্ত অধিকার ও সুযোগ, তাঁর সমস্ত গৌরব, এবং পিতা-পুত্রের মধ্যকার সমস্ত ভালবাসা ও সহভাগিতা লাভ করি।

কলসীয় ১ ঃ ১৭, ১৮, ২৭, ২৮ ; তিনিই সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে। এছাড়া তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা। তিনিই প্রথম আর তিনিই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়েছিলেন, যেন সব কিছুতেই তিনিই প্রধান হতে পারেন।

খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে আছেন এবং সেই জন্য তোমরা এই আশ্বাস পেয়েছ যে, তোমরা তাঁর মহিমার ভাগী হবে। .....আমরা.....যীশু খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করি, যেন প্রত্যেককেই আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে পারি।

যীশু মনুষ্যপুত্র

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

মানবদেহ ধারণ।

কুমারীর গর্ভে জন্ম।

মানব সুলভ দুর্বলতা ও অক্ষমতা।

নিখুঁত ও সিদ্ধ জীবন।

মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরকে প্রকাশ করা।

প্রস্তুতি।

অন্যের বদলে নিজেকে দেওয়া।

মধ্যস্থ স্বরূপ হওয়া।

মনুষ্যপুত্র নামটি মনে হয় যীশুর কাছে একটি প্রিয় উপাধি ছিল। সুসমাচারে এই নামটি তিনি ৭৯ বার ব্যবহার করেছেন। কেন ? এই নামের মানেই বা কি ? এই নামটি আমাদের বিশেষভাবে বলে দেয় যে, যীশু মানব দেহ ধারণ করেছেন এবং মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন।

মনুষ্যপুত্র কথাটি পুরাতন নিয়মের ভাববাণী থেকে নেওয়া মশীহের একটি উপাধি। হিব্রু ভাষায় এটি হচ্ছে বেন-আদম। এর অনুবাদ করা যায় আদমের পুত্র, মনুষ্যপুত্র, মানব জাতির পুত্র। এই নামটি যীশুর সম্বন্ধে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ঃ

১। যীশু সত্যিকার মানুষ ছিলেন। তাঁর দেহ কেবল মাত্র এমন একটা ছদ্মবেশ ছিলনা যার মাধ্যমে ঈশ্বর জগতে এসেছিলেন। তাঁর মধ্যে সত্যিকার মানব স্বভাব ছিল।

২। আদম-পুত্র যীশুই হলেন সেই নারীর বংশ, যাঁর সম্বন্ধে ঈশ্বর আদম ও হবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,–তিনি তাদের সেই বংশধর যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন।

৩। আদম-পুত্র যীশু সমগ্র মানব জাতির। তিনি কোন বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্রের (জাতির) মশীহ নন, তিনি সমগ্র মানব জাতির মশীহ।

৪। যীশু এমন এক দায়িত্ব নিয়ে এই জগতে এসেছিলেন, মানব জাতির সত্যিকার প্রতিনিধি হিসাবেই একমাত্র তিনি যা সম্পন্ন করতে পারতেন।

মানবদেহ ধারণ

ঈশ্বর মানুষের দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট হলেন মানুষের চেহারায় ঈশ্বর।

কুমারীর গর্ভে জন্ম ঃ

কিভাবে কোন্ অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর-পুত্র মনুষ্য-পুত্র হলেন ? যীশুর পক্ষে আদমের বংশে জন্ম গ্রহণ করবার জন্য তার একজন রক্ত মাংসের 'মা'-এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁর কোন রক্ত মাংসের বাবা ছিলেন না। ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর বাবা। যিশাইয় যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই অলৌকিক ভাবে কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে ঈশ্বর মানুষের সাথে একাত্ত হয়ে তাদের মাঝে বাস করতে এসেছিলেন।

ডাক্তার লূক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন, তিনি লিখেছেন ঃ

লূক ১ ঃ ২৬–৩৮ ঈশ্বর গালীল প্রদেশের নাসারত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। স্বর্গ-দূত মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, "প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।"

এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন, এরকম শুভেচ্ছার মানে কি। স্বর্গদূত তাকে বললেন, মরিয়ম, ভয়

কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্ব-পুরুষ রাজা দায়ুদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাকোবের বংশের লোকেদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব করা কখনও শেষ হবে না।

তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, "এ কেমন করে হবে ? আমার তো বিয়ে হয়নি।" স্বর্গদূত বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে।এই জন্য যে পবিত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবেন, তাঁকে ইশ্বরের পুত্র বলা হবে। -- মরিয়ম বললেন, "আমি প্রভুর দাসী আপনার কথা মতই আমার উপর সব কিছু হোক।" এর পরে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।

মরিয়ম গর্ভবতী, তার বাগ্‌দত্ত স্বামী এ কথা জানলে কি হয়েছিল, মথি নামে যীশুর একজন শিষ্য তা বর্ণনা করেছেন।

মথি ১ : ১৯–২৫ মরিয়মের স্বামী যোষেফ সৎ লোক ছিলেন। তিনি লোকের সামনে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না ; এই জন্য তিনি গোপনে তাকে ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন। যখন যোষেফ এই সব ভাবছিলেন, তখন প্রভুর এক দূত স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে বললেন, "দায়ূদের বংশধর যোষেফ ! মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় কারো না, কারণ, তার গর্ভে যা জন্মেছে তা পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছে। তার একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম যীশু রাখবে কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্যে দিয়ে প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয় "দেখ, একজন কুমারী মেয়ের গর্ভ হবে, আর তার একটি ছেলে

হবে ; তাঁর নাম রাখা হবে, ইম্মানুয়েল । এই নামের মানে হল, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর । "

প্রভুর দূত যোষেফকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি তেমনই করলেন । তিনি মরিয়মকে বিয়ে করলেন, কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগে মিলিত হলেন না । পরে যোষেফ ছেলেটির নাম যীশু রাখলেন ।

যীশু একজন মানুষ হলেন, এই কথার মানে এই নয় যে, ঈশ্বর একজন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, কিম্বা মানুষ হওয়ার ফলে তিনি আর ঈশ্বর ছিলেন না । ঈশ্বর পুত্র মানুষ হয়েও তাঁর ঈশ্বরত্ব হারান নি । মনুষ্য-পুত্র হিসাবে তিনি এক নূতন স্বভাব, অর্থাৎ মানব স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন ! এক ব্যক্তি, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে এই মানব স্বভাব তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের সাথে মিলিত হয়েছিল এই ভাবে যীশু খ্রীষ্ট পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানব । যীশুর মানব দেহ ধারণ বলতে আমরা এটাই বুঝি ।

মানব-সুলভ দুর্বলতা ও অক্ষমতা :

একজন সত্যিকার মানুষ এবং আমাদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য যীশু নিজেকে খাটো করেছিলেন :

তিনি মানব দেহ ও মানব স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন ।

মানুষের মধ্যে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় অবস্থার অধীন হয়েছিলেন ।

মানুষ যে সীমাবদ্ধ আত্মিক ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, তিনিও তার অধীন হয়েছিলেন ।

মানব দেহ ও মানব স্বভাব । যীশু তাঁর অমরত্ব ছেড়ে মানব দেহ এবং এর সমস্ত দুর্বলতাকে গ্রহণ করলেন । তিনি রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, এবং মৃত্যুর অধীন হলেন । তাঁর ক্ষুধা পেত, তিনি তৃষ্ণার্ত হতেন, ক্লান্ত হতেন ।

দুঃখ-কষ্ট, হতাশা ও নৈরাশ্য এবং মর্মান্তিক যতনা তিনিও ভোগ করেছেন। তিনি মানব সুলভ আনন্দ ও ভয় ভীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

মানুষের মাঝে জীবন যাপনের শর্তাবলী। এই জগতের সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষমতা পরিত্যাগ করে এক দুর্বল শিশুর রূপ নিয়ে এই পৃথিবীতে এলেন। তিনি সব রকম জ্ঞানের উৎস,তিনি লিখতে পড়তে ও ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে শিখলেন। তিনি কাঠ-মিস্ত্রির কাজ করলেন। যেখানে স্বর্গদূতগণ তাঁর উপাসনা করত, সেই মহিমার সিংহাসন ছেড়ে একজন দাসের স্থান গ্রহণ করলেন, উপহাস ও বিদ্রুপ সহ্য করলেন, অত্যাচার ভোগ করলেন,–নিজের জীবনকে অন্যের সেবায় এবং মানুষের পাপের বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

মানুষ যে সীমাবদ্ধ আত্মিক ক্ষমতা ও সযোগ সুবিধা পেতে পারে, তিনিও তার অধীন হয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে আমরা যে আত্মিক ক্ষমতা ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি, যীশুও নিজেকে তার সামীল করবার দ্বারা আমাদের ঈশ্বরের আদর্শ দেখিয়েছেন। তিনি প্রার্থনা করেছেন–আর ঈশ্বর সে প্রার্থনার উত্তরও দিয়েছেন। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি ঈশ্বরের গৃহে গিয়েছেন, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেছেন। শয়তান তাঁকে পাপ কাজের প্ররোচনা দিলে তিনি বাইবেল থেকে ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যে তার প্রতিরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর আলৌকিক কাজগুলি ঈশ্বরের আত্মাই তাঁর মাধ্যমে সাধন করেছেন এবং ঈশ্বর তাঁকে যা বলেছেন তাই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

যীশু আমাদের ত্রাণকর্তা হওয়ার জন্য নিজেকে কিরূপ নত করেছিলেন, আর এজন্য ঈশ্বর তাঁকে কিরূপ সম্মানিত করেছেন ও করবেন, ফিলিপীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে প্রেরিত পৌল তা বর্ণনা করেছেন।

ফিলিপীয় ২ : ৬-১১ ; স্বভাবে তিনি ঈশ্বরই রইলেন (অর্থাৎ ঈশ্বরের সমস্ত গুণাবলীই তাঁর ছিল), কিন্তু বাইরে ঈশ্বরের সমান থাকা তিনি আঁকড়ে ধরে রাখবার মত এমন কিছু মনে করেন নি। তিনি বরং দাস

(চাকর) হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে নীচু করলেন (এর মানে, তাঁর সমস্ত ন্যায্য অধিকার ও সম্মান তিনি ছেড়ে দিলেন) । এছাড়া, চেহারায় মানুষ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকে তিনি নিজেকে আরও নীচু করলেন ।

ঈশ্বর এই জন্যই (নিজেকে এত নীচু করেছিলেন বলে) তাঁকে সবচেয়ে উচুঁতে উঠালেন এবং এমন একটা নাম দিলেন যা সব নামের চেয়ে মহৎ, যেন স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর গভীরে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই যীশুর সামনে (অবশ্যই) মাথা নীচু করে, আর পিতা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য (অকপটে ও প্রকাশ্যে) স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু ।

নিখুঁত ও সিদ্ধ জীবন :

যীশু এক নিখুঁত ও সিদ্ধ যাপন করেছেন । তাঁর মধ্যে কোন দোষ বা দুর্বলতা ছিলনা । তাঁর শত্রুরা তাঁর মধ্যে কোন দোষই খুঁজে পায়নি । যীশু যখন বয়সে বেড়ে উঠছিলেন তখন তিনি অন্যান্য ছেলে-মেয়ে ও যুবক-যুবতীদের মতই সব রকম প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন । কিন্তু তিনি ছিলেন পবিত্র, সৎ এবং অকপট, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি প্রেম পূর্ণ ।

যীশু পাপ ঘৃণা করতেন ও এর সমালোচনা করতেন ; কিন্তু তিনি পাপীকে ভালবাসতেন । তিনি পাপীদের বন্ধু বলে পরিচিত ছিলেন । তবুও

তিনি কখনও পাপ করেননি । তিনি পাপীদের জীবনে পরিবর্তন এনেছেন । পাপীরা তাঁর কোনই পরিবর্তন করতে পারেনি ।

মনুষ্যপুত্র হিসাবে যীশুর নিখুঁত জীবন ছিল তাঁর কাজেরই একটা অংশ । মানব জাতির প্রতিনিধিরূপে তিনি ঈশ্বরের প্রতিটি আদেশ পালন করে চলতেন । যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে, তাদের জন্য স্বর্গে যে অনন্ত জীবন ও সুখের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যীশু তাদের জন্য সমস্ত আশীর্বাদই অর্জন করেছিলেন । আমাদের পরিবর্তে নিখুঁত ও সিদ্ধ বলি হিসাবে তিনি (১) আমাদের অপরাধ বহন করে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করবার যোগ্য ছিলেন । (২) ঈশ্বরের আদেশ পালনের সমস্ত আশীর্বাদ এবং তাঁর ধার্মিকতা আমাদের দেবার যোগ্য ছিলেন ।

শয়তান যীশুকে দিয়ে পাপ করতে ও তাঁর কর্তব্য থেকে বিচলিত করতে চেষ্টা করেছিল । কিন্তু যীশু সব প্রলোভনকে জয় করে আমাদের পরিত্রাণ সাধনের মহান কর্তব্য পালন করেছেন । যীশুর সাধুতা নেতি-বাচক ছিল না । তা ছিল সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত হওয়া (ইতি-বাচক)। তিনি কেবল অন্যায় কাজ বর্জন করেছেন এমন নয়, কিন্তু তিনি সদাসর্বদা ন্যায় কাজ করেছেন । তিনি প্রমের অবতার, আর কাজের মধ্যে তিনি এই প্রেম প্রকাশ করেছেন ।

যীশু ৩০ বছর বয়সে প্রকাশ্যে তাঁর কাজ আরম্ভ করেন । তিনি লোকদের ঈশ্বরের বিষয়, ও কিভাবে তারা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে তার বিষয় শিক্ষা দিতেন । তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী ও শিক্ষক । সামান্য স্পর্শ অথবা আদেশ দিয়ে তিনি শত শত রোগীকে সুস্থ করেছেন । পাপীরা তাঁর কাছে এসে পাপের ক্ষমা, শান্তি ও পাপ থেকে মুক্তি লাভ করত এবং সেই সংগে তাঁর ভালবাসায় পূর্ণ এক আশ্চর্য নূতন জীবন লাভ করত ।

প্রেরিত ১০ : ৩৮ আপনারা এও জানেন যে, ঈশ্বর নাসরতের যীশুকে পবত্র আত্মা ও শক্তি দিয়েছিলেন । ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলে তিনি

ভাল কাজ করে বেড়াতেন এবং শয়তানের হাতে যারা কষ্ট পেত তাদের সবাইকে সুস্থ করতেন।

কিন্তু যীশুর সময়ের ধর্মীয় নেতারা তাঁকে হিংসা করত এবং তাঁকে মশীহ বলে স্বীকার করতে রাজী ছিল না। তারা মিথ্যাভাবে তাঁকে দোষী করেছিল এবং ক্রুশে দিয়ে বধ করেছিল। (যিশাইয় ভাববাদী যেমন বলেছিলেন)। দুইজন অপরাধীর মাঝখানে একজন সাধারণ অপরাধীর মতই তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। যে লোকদের তিনি উদ্ধার করতে এসেছিলেন তাঁর মৃত্যুকালে তারা তাঁকে উপহাস করেছে। এসব সত্ত্বেও যীশু তাদের ভালবেসেছেন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

লুক ২৩ : ৩৪ "পিতা এদের ক্ষমা কর, এরা কি করছে তা জানেনা।"

কবরে গিয়েই যীশুর সিদ্ধ জীবনের অবসান হয়নি। পিতা ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাকে আবার মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন। এর চল্লিশ দিন পরে তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি এখন আমাদের প্রতিনিধি। একদিন তিনি আবার পৃথিবীতে আসবেন এবং পূর্ণ ন্যায় বিচার ও চিরস্থায়ী শান্তিতে এই জগতে শাসন করবেন।

মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য

ঈশ্বর মানুষ হলেন কেন ? তিনি তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের সথে মানব দেহ ও মানব স্বভাব যোগ করলেন কেন ? মানবদেহ ধারণের কি প্রয়োজন ছিল ? চারটি কথায় আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারি (১) আত্মপ্রকাশ, (২) প্রস্তুতি, (৩) প্রতিভু বা অন্যের বদলে হওয়া এবং (৪) মধ্যস্থ হওয়া।

আত্মপ্রকাশ :

ঈশ্বর কেমন তা আমাদের দেখানোর জন্যই যীশু মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে বাস করেছিলেন। তাঁর মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের স্বভাব দেখতে পাই।

যীশুকে জানবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে পারি । এ বিষয়ে আমরা আরও পড়াশুনা করব ।

নিখুঁত ও সিদ্ধ মানব জীবন কিরকম তা দেখানোর জন্যই ঈশ্বর পুত্র মানুষ হয়ে এসেছিলেন । যীশুর নিখুঁত জীবন ও চরিত্রের মধ্যে আমরা মানব জাতির আদর্শ, সম্ভাবনা, ও আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখতে পাই । তিনি আমাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ । তিনি আমাদের মানদন্ড বা আদর্শ , যার দ্বারা আমাদের কথাবার্তা, চিন্তা ও কাজ মাপা হয় । তিনি যখন আমাদের অন্তরে বাস করেন ও আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করেন, তখন আমরা কি রকম আশ্চর্য সুন্দর জীবন পেতে পারি, তিনি আমাদের তা দেখিয়েছেন ।

ইফিষীয় ৪ ঃ ১৩ ; আমরা যেন সবাই ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে এবং তাঁকে ভাল করে জানতে পেরে এক হই । আর খ্রীষ্ট যেমন সমস্ত গুণে পূর্ণ, আমরাও যেন তেমনি সমস্ত গুণে পূর্ণ হয়ে পরিপূর্ণ হই ।

যীশুর জীবন আরও প্রমাণ করেছে যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে তার যোগ্য । তাঁর পাপশূন্য জীবন দেখিয়েছে যে, তিনি আমাদের বদলে একজন হওয়ার যোগ্য । তাঁর ক্ষমতা, জ্ঞান এবং ভালবাসা দেখায় যে, তিনি আমাদের রাজা হওয়ার উপযুক্ত ।

প্রস্তুতি ঃ

মানুষ হিসাবে যীশুর জীবন ছিল তাঁর কাজের জন্য একটি আবশ্যকীয় প্রস্তুতিকাল । তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মানব স্বভাবকে বুঝতে সক্ষম হলেন এবং তা তাঁকে আমাদের প্রতিনিধি ও বিচারক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছে ।

যীশু যেন আমাদের যাজক হতে পারেন, সেই জন্যই তাকে মানুষ হতে হয়েছিল । তিনি আমাদের দুর্বলতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । তিনি আমাদের সমস্যা বুঝবেন । তিনি দুঃখ ভোগের মাধ্যমে বাধ্যতার মূল্য

জেনেছেন । যীশু পৃথিবীতে থাকা কালে, তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছেন । আর আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবার পর, এখন তিনি স্বর্গে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন ।

ইব্রীয় ২ : ১৭, ১৮ ; সেই জন্য যীশুকে সব দিক থেকে তাঁর ভাইদের মত হতে হল, যেন তিনি একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহা-পুরোহিত হিসাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন । এর উদ্দেশ্য হল , তিনি যেন নিজের মৃত্যুর দ্বারা মানুষের পাপ দূর করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন । তিনি নিজেই পরীক্ষা সহ্য করে কষ্ট ভোগ করেছিলেন বলে, যারা পরীক্ষার সমনে দাঁড়ায় তাদের তিনি সাহায্য করতে পারেন ।

ইব্রীয় ৪ : ১৪-১৬ , ঈশ্বরের পুত্র যীশুই আমাদের মহা-পুরোহিত, যিনি স্বর্গে গিয়ে এখন ঈশ্বরের সামনে আছেন । আমাদের মহা-পুরোহিত এমন কেউ নন, যিনি আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের সঙ্গে ব্যাথা পান না, কারণ আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই পাপের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ পাপ করেননি । সেই জন্য এস, আমরা সাহস করে ঈশ্বরের দয়ার সিংহাসনের সামনে এগিয়ে যাই, যেন দরকারের সময় সেখান থেকে আমরা তাঁর দয়া ও সাহায্য পেতে পারি ।

যীশু মানুষ রূপে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁকে মানুষের উপর রাজত্ব করবার জন্য প্রস্তুত করেছিল । মনুষ্যপুত্র তিনি আদমের বংশের নিখুঁত ও সিদ্ধ প্রতিনিধি, তিনিই হবেন এর শাসনকর্তা । তিনি হবেন একজন নিখুঁত রাজা, কারণ তিনি আমাদের প্রয়োজনগুলি ঠিক ঠিক জানেন তিনি আমাদের বুঝেন । আর তিনি যেহেতু আমাদের জন্য মরেছিলেন, তাই আমাদের জীবনে রাজত্ব করবার অধিকারও তাঁর আছে । যারা তাঁকে প্রভু বলে গ্রহণ করেছে, তিনি এখন তাদের জীবনের রাজা । যে জগতের জন্য তিনি মরেছিলেন, একদিন তিনি সেই জগত শাসন করবেন ।

দানিয়েল ৭ : ১৩, ১৪ ; আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ

আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না; এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।

অন্যের বদলে হওয়া ঃ

যীশু জন্ম নিয়েছিলেন যেন, আমাদের জন্য মরতে পারেন। সমগ্র মানব জাতি পাপ করেছিল এবং অনন্ত মৃত্যুই ছিল তার একমাত্র পাওনা। আমাদের মধ্যে একজনও এর বাদ ছিল না। স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের শাস্তি বহন করাই ছিল আমাদের রক্ষা করবার একমাত্র পথ। কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে তিনি মরতে পরেন না। সুতরাং তিনি মানুষ হলেন যেন, আমাদের বদলে মরে আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

যীশু কেবল আমাদের বদলে ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণই করেন নি। তিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়েছেন এবং যারাই তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের সবাইকে তিনি তাঁর অনন্ত রাজ্যে স্থান দেন। তিনি নিজের সাথে আমাদের যুক্ত করেন, যার ফলে, ঈশ্বরের পুত্ররূপে আমরাও তাঁর সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারি।

ইব্রীয় ২ ঃ ৯-১১, ১৩-১৫ ; কিন্তু যীশুকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য নীচু করা হয়েছিল, যেন ঈশ্বরের দয়ায় প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে তিনি নিজেই মরতে পারেন--অনেক সন্তানকে তাঁর মহিমার ভাগী করবার উদ্দেশ্যে------। যীশুই আগে গিয়ে সেই সন্তানদের জন্য পাপ থেকে উদ্ধার পাবার পথ তৈরী করেছেন। যিনি লোকদের পবিত্র করেন, সেই যীশু নিজে এবং যাদের তিনি পবিত্র করেন সেই লোকেরা, সকলেই ঈশ্বরের পরিবারের লোক।

তিনি বলছেন, "দেখ, আমি আর সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন।" সেই সন্তানেরা হল ; মানুষ। সেই জন্য যীশু নিজেও মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই

শয়তানকে, তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মত কাটিয়েছে, তাদের মুক্ত করেন।

মধ্যস্থতা :

ঈশ্বরের সাথে মানুষকে পুনর্মিলিত করবার জন্যই যীশু মানুষ হয়েছিলেন। পাপ এসে পবিত্র ঈশ্বর ও বিদ্রোহী মানুষের মধ্যে এক বিরাট ফাঁকের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে, মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, তাঁকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবার উপায় করলেন। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি নুতন নিয়ম বা চুক্তির "মধ্যস্থ ব্যক্তি" হিসাবে যীশু আসলেন।

১ তীমথিয় ২ : ৫, ৬ ; ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন ; মানুষ খ্রীষ্ট যীশু। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে জীবন দিয়েছিলেন।

নূতন নিয়মের সময়ে কোন দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য আদালত একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি নিয়োগ করত যাকে, ঐ ব্যক্তির সব কিছুর দায়িত্ব নিতে হত। পাওনাদারদের সব পাওনা শোধ করবার দায়িত্ব ছিল এই মধ্যস্থ ব্যক্তির উপর। যদি দেউলিয়া ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তি, সব ঋণ শোধ করবার জন্য যথেষ্ট না হত তাহলে মধ্যস্থব্যক্তি নিজেই তা শোধ করতেন।

এখানে আমরা যীশুর আশ্চর্য ও সুন্দর চিত্র পাই। তিনি ঈশ্বরের সামনে আমাদের মধ্যস্থ। তাঁর মৃত্যু আমাদের সব পাওনা শোধ করেছে। যে পাপ ও অপরাধ ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পৃথক করে রেখেছিল, যীশুর মাধ্যমে আমরা সে সব থেকে মুক্ত হয়েছি। তাঁর ক্রুশই ঈশ্বরের সাথে আমাদের যোগসূত্র। তিনি আমাদের এক নূতন স্বভাব, অর্থাৎ তাঁর নিজের স্বভাব দান করেন, এবং আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করেন। যীশু মানুষের

স্বভাব ধারণ করে আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের আর এক সুন্দর জগতে নিয়ে যান। আমরা যেন ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি, সেই জন্যই ঈশ্বরের পুত্র "মনুষ্যপুত্র" হয়ে জগতে এলেন।

গালাতীয় ৪ : ৪, ৫ ; ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন এবং আইন-কানুনের অধীনে জীবন কাটালেন, যেন আইন কানুনের অধীনে থাকা লোকদের তিনি মুক্ত করতে পারেন, আর যেন ঈশ্বরের পুত্রদের যে অধিকার আছে, তা আমরা পাই।

১ পিতর ৩ : ১৮ ; খ্রীষ্টও পাপের জন্য একবারই মরেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ লোকটি পাপীদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য, মরেছিলেন।

নূতন নিয়মের সর্বত্র এমন অনেক শাস্ত্রপদ আছে যেগুলি আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি তা বলে এবং যীশু কেন মনুষ্যপুত্র হলেন, তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। যীশু সংক্ষেপে এর বর্ণনা দিয়েছেন :

লুক ১৯ : ১০ ; "যারা হারিয়ে গেছে তাদের খোঁজ ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন।"

৫ যীশু ঈশ্বরের বাক্য

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ।

ঈশ্বরের চরিত্র।

ঈশ্বরের অনুভূতি, চিন্তা ও পরিকল্পনা।

ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ইচ্ছা।

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের নামগুলির ব্যাখ্যা।

আমি আছি।

যিহোবা।

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

কথার মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তা প্রকাশ করি, আমাদের মনের অনুভূতি, বাসনা ও ইচ্ছার কথা অন্যদের জানাই। আমাদের কথার দ্বারাই লোকেরা আমাদের জানতে ও বুঝতে পারে। আমাদের চরিত্রকে প্রকাশ করে।

যীশুকে বাক্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। যীশু তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে কেবল ঈশ্বরের বাণীই আমাদের দেন নি, তিনি নিজেই আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাণী।

ঈশ্বরের চরিত্র বা স্বভাব :

ঈশ্বর আত্মা। আমরা তাঁকে দেখতে, শুনতে, কিম্বা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে অনুভব করতে পারি না। তাহলে, কিভাবে আমরা তাঁকে

জানতে পারি ? দুর্বল ও পাপী মানুষের পক্ষে সর্বশক্তিমান, নিখুঁত, অদৃশ্য ঈশ্বরকে কি করে জানা ও বুঝা সম্ভব ? ঈশ্বর কিভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন ? যীশুই এর উত্তর। যীশু তাঁর মানব ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর কেমন ? তাঁর পুত্র যীশুর দিকে তাকিয়েই আমরা তা জানতে পারি।

যোহন ১৪ ঃ ৯ ; "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে।"

যোহন ১ ঃ ১৮ ; "পিতা ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর বুকে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।"

কলসীয় ১ ঃ ১৫ ; "এই পুত্রই হলেন অদৃশ্য হুবহু প্রকাশ।"

ঈশ্বর অনেক ভাবে তাঁর লোকেদের সাথে কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর পুত্র–ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। আমরা যখন যীশুর সম্বন্ধে পড়ি, তখন ঈশ্বরই আমাদের সাথে কথা বলেন। যীশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষা সবই প্রকাশ করে যাতে মানুষের পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় এবং তা এমন ভাষায় প্রকাশ করে, যা আমরা সবাই বুঝতে পারি।

ইব্রীয় ১ ঃ ১, ৩ ; অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে নানা ভাবে অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন।..... পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি।

যোহন ১ ঃ ১, ১৪ ; প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।

যীশু কেবল ঈশ্বরের সম্বন্ধে শিক্ষাই দেন নি, তিনি ঈশ্বরের চরিত্র আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতা, সততা, জ্ঞান, ন্যায় বিচার,

দয়া, ক্ষমতা ও প্রেমের বিষয় বলেছেন। আর লোকেরা তাঁরই মধ্যে এই গুণগুলি দেখেছে। তিনি যে সুউচ্চ নৈতিক মানদণ্ডের কথা প্রচার করেছেন, তা এর আগে কেউ কখনও শোনে নি, আর তিনি নিজে সেই মানদণ্ড অনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তা আজও জগতকে অবাক করে। তিনি মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং অন্যদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন–এ সবের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের ভালবাসারই প্রমাণ স্বরূপ হয়েছেন।

আমাদের পাপের জন্য যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও ভালবাসার সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি দেখতে পাই। ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার, পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী করেছে। কিন্তু পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার দরুণ তাদের বদলে তিনি নিজেই মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করলেন। তাঁর ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়েই তিনি যারা তাঁকে ক্রুশে দিচ্ছিল, তাদের ক্ষমা করে দেবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কী অতুলনীয় প্রেম। আমাদের ঈশ্বর কত না মহান।

ঈশ্বরের অনুভূতি, চিন্তা এবং পরিকল্পনা ঃ

যীশু তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তি সত্বার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুভূতি, চিন্তা, এবং পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। যীশু ছিলেন একজন মহান শিক্ষক। কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ

যোহন ৮ ঃ ২৮ ; আমি নিজে থেকে কোন কিছুই করি না, বরং পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি সেই সব কথাই বলি .

যোহন ১৫ ঃ ১৫ ; আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি।

সুতরাং ঈশ্বরের ও তাঁর সত্যের আসল প্রকাশ রূপে আমরা সুসমাচার উল্লিখিত যীশুর শিক্ষার উপর নির্ভর করতে পারি। ঈশ্বরকে আমরা একজন সর্বজ্ঞ ও প্রেমময় পিতারূপে দেখি, যিনি স্বর্গে থাকেন এবং তাঁর সন্তানদের যত্ন নেন। তিনি পাপ ও ভণ্ডামীকে ঘৃণা করেন, কিন্তু পাপীকে ভালবাসেন। তিনি আমাদের উদ্ধার পাবার পথ বলে দেন এবং সুখী জীবনের নিয়মগুলি

দেন। তিনি চান তাঁর পথ-হারানো সন্তানেরা তাদের পাপ ছেড়ে দিয়ে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে। তিনি তাঁর অনন্তরাজ্যে আমাদের জন্য সুন্দর জীবন পরিকল্পনা করেছেন তার বিষয় আমাদের জানান। ঈশ্বরের লিখিত বাক্যে আমরা এই সত্যগুলি জানতে পারি।

জীবন্ত বাক্য যীশু, ঈশ্বরের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর বন্ধুদের দুঃখে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য, এবং তাঁকে আগ্রাহ্য করে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল এমন একটি নগরের জন্য কেঁদেছিলেন। ভণ্ডামী, ছল-চাতুরী ও টাকা আয় করবার জন্য ধর্মকে ব্যবহার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছে। পালক বিহীন মেষপালের মত লোকেরা পথ হারিয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে দেখে, ঈশ্বরের করুণা উছলে উঠেছে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জানিয়েছেন যে, তিনি চান তারা সুখী হয়, রোগ-ব্যাধি, পাপ, অন্যায়-অপরাধ, ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করে।

ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ইচ্ছা :

যীশু আমাদের দেখিয়েছেন ঈশ্বর কি চান, তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের তাঁর উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করবার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বরের প্রতি যীশুর বাধ্যতা ও তাঁর সাথে সহভাগিতার জীবন আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর আমাদেরও ঐ রকম জীবন আশা করেন। যীশুর অলৌকিক কাজগুলির মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও সমস্ত প্রয়োজনে তিনি যে তাঁর লোকদের সাহায্য করতে চান, তা-ই প্রকাশ পেয়েছে। যীশু বলেছেন, তিনি পিতার ইচ্ছা সাধন করতে এসেছেন, এবং তিনি তাঁর পিতার হয়ে কাজ করেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর আমাদের সুস্থ করতে চান, ক্ষমা করতে চান, এবং আমাদের সব প্রয়োজন মেটাতে চান।

যোহন ৫ : ৩৬ ; পিতা আমাকে যে কাজগুলো করতে দিয়েছেন, সেগুলোই আমি করছি। আর সেগুলো আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দেয় যে, পিতাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

১ করিন্থীয় ১ : ২৪ ; খ্রীষ্টই ঈশ্বরের শক্তি আর ঈশ্বরের জ্ঞান।

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের নামগুলির ব্যাখ্যা ঃ

বাইবেলে আমারা ঈশ্বরের জন্য অনেক নাম দেখতে পাই। ঈশ্বরের বাক্য যীশুর মধ্যে আমরা এই নামগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে পাই, কারণ যীশুই ঈশ্বরের সত্যিকার প্রকাশ।

আমি আছি ঃ

ঈশ্বর মোশিকে যখন তাঁর প্রজাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন তখন মোশি তার নাম জানতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর উত্তরে বলেছিলেন ঃ "আমি যে আছি, সেই আছি।" ঈশ্বর লোকদের কাছে মোশিকে এই কথা বলতে বললেন যে, "আমি আছি" তাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই নামটির দ্বারা বুঝি যে ঈশ্বর অনন্তজীবী অপরিবর্তনীয়, সব সময় বর্তমান। তাঁর মধ্যে কোন ছল-চাতুরী নেই। তিনি যা আছেন, তাই আছেন, এবং যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সাধন করেন। আমরা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি।

কিন্তু ঈশ্বর কি ? তিনি কি করবেন ? যীশু তাঁর বিভিন্ন উপদেশে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন। যোহনের লেখা সুখবরে আমরা এগুলির বিবরণ পাই। যীশু আট বার ঈশ্বরের "আমি আছি" এই নামটি নিজের উপর আরোপ করেছেন। একবার তিনি তাঁর অনন্তকালীন অস্তিত্ব বর্ণনার জন্য এই নামটি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি আব্রাহমের আগেও ছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরের ও তাঁর নিজের চরিত্র ব্যাখ্যা করবার জন্য এই নাম ব্যবহার করেছেন–এবং যারা ঈশ্বরের কাছে আসে, তাদের জন্য তিনি কি করেন তা দেখিয়েছেন। এই মহান "আমি আছি" আমাদের সব প্রয়োজন মেটাবেন।

১) "**আমিই** সেই জীবন রুটি।" যোহন ৬ ঃ ৩৫ পদ।
২) "**আমিই** জগতের আলো।" যোহন ৮ ঃ ১২ পদ।
৩) "অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই **আমি আছি**।" যোহন ৮ঃ ৫৮ পদ।
৪) "**আমিই** দরজা।" যোহন ১০ ঃ ৯ পদ।

৫) "**আমিই** ভাল রাখাল।" যোহন ১০ ঃ ১১ পদ।
৬) "**আমিই** পুনরুত্থান ও জীবন।" যোহন ১১ ঃ ২৫ পদ।
৭) "**আমিই** পথ, সত্য, আর জীবন।" যোহন ১৪ ঃ ৬ পদ।
৮) "**আমিই** আসল আংগুর গাছ।" যোহন ১৫ ঃ ১ পদ।
(বিঃ দ্রঃ এখানে **আমিই** কথাগুলি মূল ভাষায় **আমি আছি**)।

যিহোবা ঃ

যিহোবা মানে অনন্তকালীন (সনাতন) বা স্বয়ংভূ। এই নামটিকে অন্যান্য শব্দের সাথে যুক্ত করে আরও কয়েকটি বড় ধরণের নাম গঠন করা হয়েছে। ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আত্মা প্রকাশের ভিত্তিতেই এই সব নাম গঠন করা হয়েছে। তাঁর স্বরূপ এবং তাঁর লোকদের জন্য তাঁর কাজ আমরা এই নামগুলি থেকে জানতে পারি। বাক্য যীশু, যিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, তিনি ঈশ্বরের এই নামগুলির সত্যতা প্রমাণ করেন।

১) **যিহোবা-যিরি**—সদাপ্রভু যোগাবেন।

আদি ২২ ঃ ৮ ; অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমের জন্য মেষ শাবক যোগাইবেন।

১ পিতর ১ ঃ ১৯, ২০ ; তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ শিশু যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য রক্ত দিয়ে। জগৎ সৃষ্টির আগেই ঈশ্বর এর জন্য তাঁকে ঠিক করে রেখেছিলেন।

যীশুই হলেন সেই মেষ-শাবক, আমাদের অপরাধ বহন করে আমাদের বদলে মরবার জন্য ঈশ্বর যাঁকে দিয়েছেন।

২) **যিহোবা-রফেকা**—সদাপ্রভু আমাদের আরোগ্যদাতা।

যাত্রা ১৫ ঃ ২৬ আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।

মথি ৮ : ১৬ তিনি (যীশু) মুখের কথাতেই সেই (মন্দ) আত্মাদের ছাড়ালেন আর যারা অসুস্থ ছিল, তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন ।

মহান চিকিৎসক যীশু দেহ, মন, হৃদয় এবং ভগ্ন-আত্মা সবই সুস্থ করেন ।

৩) **যিহোবা-শালোম**–সদাপ্রভু আমাদের শান্তি ।

বিচারকর্ত্তৃগণ ৬ : ২৪ গিদিয়োন সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিলেন, ও তাহার নাম যিহোবা শালোম রাখিলেন ।

যোহন ১৪ : ২৩, ২৭ যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন.....'আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি ।"

যীশু আমাদের অন্তরে যে শান্তি দেন, তা বাইরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না । এগুলি হল ঈশ্বরের সাথে শান্তি, নিজেদের মধ্যে শান্তি ও অন্যদের সাথে শান্তি ।

৪) **যিহোবা-রোহী**–সদাপ্রভু আমার পালক ।

গীতসংহিতা ২৩ : ১ সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না ।

যোহন ১০ : ৭, ১১ যীশু আবার বললেন.....'আমিই ভাল রাখাল ।" ভাল রাখাল তার ভেড়ার জন্য নিজের প্রাণ দেয় ।

যীশু, আমাদের ভাল রাখাল, আমাদের রক্ষা করবার জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন, এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তাদের যত্ন নেবার জন্য তিনি এখন জীবিত আছেন ।

৫) **যিহোবা-সিডকেনু**–সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা ।

যিরমীয় ২৩ : ৬ আর তিনি এই নামে আখ্যাত হইবেন, 'সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা' ।

২ করিন্থীয় ৫ : ২১ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কোন পাপ ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই পাপের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন, ঈশ্বরের ধার্মিকতা আমাদের ধার্মিকতা হয় ।

পবিত্র হৃদয় ও পবিত্র জীবন লাভ করবার একটি মাত্র পথ আছে। একমাত্র যীশুর সঙ্গে যুক্ত থেকেই আমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতার জীবন লাভ করতে পারি। তিনিই আমাদের ধার্মিকতা।

৬) **যিহোবা-শামাহ**—সদাপ্রভু উপস্থিত।

যিহিষ্কেল ৪৮ : ৩৫ সদাপ্রভু তত্র।

মথি ১ : ২৩ "তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল। এই নামের মানে হল, আমাদের সংগে ঈশ্বর।"

যীশু বলেছেন, তিনি সব সময় আমাদের সংগে সংগে থাকবেন। আমাদের সাহায্য করবার জন্য তিনি সব সময়ই আমাদের কাছে আছেন।

৭) **যিহোবা-নিঃষি** সদাপ্রভু আমাদের পতাকা।

যাত্রা ১৭ : ১৫ মোশি এক বেদি নির্মাণ করিয়া তাহার নাম 'যিহোবা নিঃষি' রাখিলেন।

যোহন ১৬ : ৩৩ "এই জগতে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু সাহস হারায়ো না ; আমিই জগৎকে জয় করেছি।"

এই নামের মানে যীশু আমাদের নেতা, আমাদের বিজয় এবং শক্তি। তিনি সংগে থাকলে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে শক্তিশালী ও বিজয়ী হতে পারি।

আপনার কাছে এই নামগুলি কি অর্থ বহন করে ? এদের মানে এই : আপনি যদি যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে প্রভু আপনার প্রয়োজনগুলি মেটাবেন। তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন। তিনি হবেন আপনার শান্তি। তিনিই আপনার ধার্মিকতা হবেন, তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন ও আপনার বিজয় হবেন। আপনি যদি যীশুর কাছে আপনার জীবন সমর্পণ করেন, তাঁর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করে তাঁকে জীবনে গ্রহণ করেন, তাহলেই তিনি আপনার জন্য এই সব হবেন।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

জগতের জন্য আলো
- জগতের অন্ধকার
- ঈশ্বরের আলো

আলোর স্বভাব
- আলো অন্ধকার দূর করে
- আলো প্রকাশ করে
- আলো একটি শক্তি
- আলো পক্ষপাতশূন্য

আলোর প্রতি সাড়া
- আগ্রাহ্য করা
- গ্রহণ করা

জগতের জন্য আলো

জগতের অন্ধকার :

অন্ধকারের মধ্যে পথ চলতে গিয়ে পথ দেখবার জন্য কি আপনি কখনও একটুখানি আলো পাওয়ার জন্য উতলা হয়েছেন ? অন্ধকারে আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, আপনার চার পাশে অথবা সামনে কোথায় কোন্ বিপদ লুকিয়ে আছে, আপনি কিছুই জানেন না । আপনি ঠিক পথে এগুচ্ছেন কিনা, সে ব্যাপারেও হয়ত আপনার মনে সন্দেহ জেগেছে । অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলাটা খুবই সহজ ।

অথবা আপনি হয়তো জানা-অজানা নানান বিপদের ভয়ে একটা রাত কাটালেন। যখন রাত কেটে দিনের উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল, তখন সব কিছুই কেমন বদলে গেল! বাইবেলে অন্ধকারকে মন্দ, ভুল, অনিশ্চয়তা, দুঃখ-কষ্ট এবং মৃত্যুর প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে কেন, তা খুব সহজেই বুঝা যায়। আলো হচ্ছে জীবন, আনন্দ, সত্য এবং ভালোর প্রতীক।

অন্ধকার মানে আলো না থাকা। যে মুহূর্তে পাপ এসে আদম-হবাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করল, তখনই জগত আত্মিক অন্ধকারের মধ্যে ডুবলো। কেন? কারণ ঈশ্বরই আলোর উৎস। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে আমরা অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরেই মরতে পারি। বাইবেলে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ

যিশাইয় ৫৯ ঃ ২, ৯ ও ১০ তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে। এই জন্য বিচার আমাদের হইতে দূরে থাকে, ধার্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারেনা; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু তিমিরে ভ্রমণ করি। আমরা অন্ধ লোকদের ন্যায় ভিত্তির জন্য হাতড়াই চক্ষুহীন লোকদের ন্যায় হাতড়াই।

ইফিষীয় ৪ ঃ ১৮ তাদের মন অন্ধকারে পড়ে আছে।

১ যোহন ২ ঃ ১১ যে তার ভাইকে ঘৃণা করে সে অন্ধকারে আছে এবং অন্ধকারেই চলাফেরা করছে। সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছে।

ঈশ্বরের আলো ঃ

ঈশ্বর আলো–তিনিই সব আলোর উৎস। মানুষ ঈশ্বরের আলো লাভ না করা পর্যন্ত আত্মিক অন্ধকারের মধ্যে বাস করে; এই জন্যই যীশু জগতের আলো হয়েছিলেন। –ঈশ্বরের আলো দেবার জন্য, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, এবং আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা কি, তা প্রকাশ করবার জন্যই তিনি এসেছিলেন।

১ যোহন ১ : ৫ ঈশ্বর আলো ; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই।

যোহন ১ : ৪ তাঁর (বাক্যের) মধ্যে জীবন ছিল ; এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো।

যীশু তাঁর নিজের বিষয়ে কি বলেছেন, শুনুন :

যোহন ৮ : ১২ "আমিই জগতের আলো। যে আমার পথে চলে, সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের আলো পাবে।"

যোহন ৯ : ৫ "যতদিন আমি জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।"

যীশু যে নিজেকে জগতের আলো বলেছেন, তাতে লোকদের অবাক হওয়ার কথা নয়। যিশাইয় ভাববাদী আগেই ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিলেন যে, মশীহ ঈশ্বরের আলো রূপে এই জগতে আসবেন। মথি পুরাতন নিয়মের এই ভাববাণীর উল্লেখ করে বলেছেন যে, যীশুর মধ্যে তা পূর্ণ হয়েছে :

মথি ৪ : ১৬ যে লোকেরা অন্ধকারে বাস করত, তারা মহা আলো দেখতে পেল। যারা মৃত্যুর দেশে, মৃত্যুর ছায়াতে বাস করত, তাদের কাছে আলো প্রকাশিত হল।

আলোর স্বভাব

আলো অন্ধকারকে দূর করে :

যীশুই আলো। তিনি অন্ধকার তাড়িয়ে দেন। তিনি আমাদের অন্তরে এসে, সেখান থেকে পাপ, অপরাধ ও ভয় ভীতি দূর করে দেন। তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তর থেকে ঘৃণাকে তাড়িয়ে দেয়। তাঁর আলো আমাদের দেয় আশা, নিশ্চয়তা, আরাম ও শক্তি।

গীতসংহিতা ২৭ : ১ সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহার হইতে ভীত হইব ? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহার হইতে ত্রাসযুক্ত হইব ?

আলো অন্ধকারের চেয়ে শক্তিশালী । "জগতের সব অন্ধকার মিলেও একটা মোমবাতিকে নিভাতে পারেনা ।" যীশু যদি আপনার জীবনে থাকেন, তবে চার পাশের সমস্ত মন্দ শক্তি এবং জীবনের অন্ধকার অভিজ্ঞতাগুলি মিলেও তাঁর সে আলো নিভিয়ে ফেলতে পারে না । এক খ্রীষ্টিয়ান মহিলা গুরুতর অসুস্থ হওয়ায়, মাসের পর মাস বিছানায় পড়ে ছিলেন । বিছানা ছেড়ে তিনি উঠতেও পারতেন না, অথচ তার মন ছিল সদা প্রফুল্ল । কোন এক ব্যক্তি একবার তাকে প্রশ্ন করেছিল, সে নড়তে চড়তে পারেনা, বাইরে গিয়ে সূর্যের মুখটিও দেখতে পারে না, অথচ কেমন করে এত হাসি খুশি থাকতে পারে । উত্তরে তিনি বলেন, "আমার ঘর অন্ধকার বটে কিন্তু যীশু রয়েছেন আমার অন্তরে ।" যীশুই হয়েছিলেন তাঁর অন্তরে আত্মিক আলোর উৎস । সেই আলোই তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রনা দূর করে দিয়েছিল । যীশুর আলোই তাকে উজ্জ্বল সূর্যালোকে প্লাবিত করেছিল ।

যোহন ১ : ৫ সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে, কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারেনি ।

মথি ৭ : ৮ অন্ধকারে বসিলেও সদাপ্রভু আমার আলোক স্বরূপ হইবেন ।

আলো প্রকাশ করে :

আলোর সাহায্যেই আমরা কোন বস্তুর সঠিক অবস্থা দেখতে সক্ষম হই । সেইরূপে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আলো আসে, তা-ই হচ্ছে আত্মিক সত্য জানবার একমাত্র পথ । ঈশ্বরের লিখিত বাক্য অর্থাৎ বাইবেল, এবং ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা এই আলো পাই । যীশুই জীবনকে প্রকাশ করেছেন এবং জীবনের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন । তিনি আমাদের ইশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করেন, এবং আমাদের ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেন । তিনি নিজেই সেই পথ ।

যোহন ১৪ : ৬ যীশু থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন । আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না ।"

যীশু আমাদের নিজেদের আসল অবস্থা দেখতে সাহায্য করেন । তাঁর নিখুঁত জীবন ও শিক্ষা থেকে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের মানদণ্ড থেকে

আমরা কত না দূরে ! আমরা আমাদের পাপ, অহংকার আত্মকেন্দ্রিকতা, এবং গোপন মনোভাব দেখতে পাই । যীশু আমাদের ক্ষমা ও নূতন জীবনের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেন, আর তা দেবার বন্দোবস্ত তিনিই করেছেন ।

ঈশ্বর কেমন আর তিনি কিভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটাবেন, যীশুই তা দেখিয়ে দেন । আমাদের প্রতি ঈশ্বরের গভীর ভালবাসা, তাঁর ধৈর্য্য, ও আমাদের পরিত্রাণের বন্দোবস্ত, ইত্যাদি আমরা যীশুর মধ্যেই দেখতে পাই । আমরা কিভাবে ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করব ও চিরদিন তাঁর আলো উপভোগ করব, যীশুই আমাদের তা দেখিয়ে দেন ।

২ করীন্থিয় ৪ : ৬ যিনি বলেছিলেন, "অন্ধকার থেকে আলো হোক্" সেই ঈশ্বরই আমাদের অন্তরে জ্বলেছিলেন, যাতে তাঁর মহিমা বুঝবার আলো প্রকাশ পায় । এই মহিমাই খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে রয়েছে ।

ইব্রীয় ১ : ৩ ইনি (যীশু) তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রতাপের প্রভা (মহিমার উজ্জ্বলতা) ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক (ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি) । (পুরানো অনুবাদ)

আলো একটি শক্তি :

আলো, যা ছড়িয়ে পড়ে এমন একটা শক্তি । সূর্য থেকে যে আলো ছড়ায়, বিজ্ঞানীরা তার শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছেন । সূর্য মানুষের ব্যবহারোপযোগী শক্তির এক বিরাট উৎস । মানুষ ঘর গরম রাখার জন্য এবং যন্ত্র-পাতি চালানোর জন্য সৌরশক্তি বা সূর্যের আলো ব্যবহার করতে পারে । কিন্তু জীবন ও স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাবই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আনেক গাছই ছায়া-ঢাকা জায়গায় জন্মে না । সূর্য রশ্মি অনেক রোগ বীজানু ধ্বংস করে আমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে । সূর্য ছাড়া পৃথিবীর কথা চিন্তা করে দেখুন । সে পৃথিবীতে থাকতো না কোন উষ্ণতা । থাকতো না কোন জীবন । আর একে কক্ষপথে ধরে রাখবার জন্য কোন শক্তিও থাকতো না । সে পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পিণ্ডের মত অসীম কালো আকাশে হারিয়ে যেত এবং ধ্বংস হয়ে যেত ।

পৃথিবীর কাছে সূর্য যেমন, ধার্মিকতা-সূর্য যীশুও আমাদের কাছে ঠিক তেমনি। যারা তাঁকে গ্রহণ করে, তিনি তাদের জীবন, উষ্ণতা, স্বাস্থ্য, শক্তি ও ক্ষমতা দেন। তাঁর ক্ষমতা আমাদের সঠিক কক্ষপথে ধরে রাখে।তিনি আমাদের দেহ ও আত্মাকে সুস্থ করেন। যীশু যে জীবনের আলো দেন, তা মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী। সূর্যের আলোর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য যেমন বীজের ভেতর থেকে গাছের চারা বেরিয়ে আসে, তেমনি যীশু যখন আসবেন তখন যে মৃত লোকেরা যীশুর পথে চলেছে, তারাও নূতন দেহ নিয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আকাশে তাঁর সাথে মিলিত হবে।

মালাখী ৩ : ২ কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করিয়া থাক, তোমাদের প্রতি ধার্মিকতা-সূর্য উদিত হইবেন, তাঁহার পক্ষপুট আরোগ্যদায়ক।

আলো পক্ষপাতশূন্য :

আলো সব জায়গায় সব লোকদেরই জন্য। সূর্য যেমন পাহাড়ের চূড়ায়, পাহাড়ের উপত্যকায়, ধনী-গরীব, জ্ঞানী-মূর্খ সব লোকদের আলো দেয়, তেমনি যীশুর আলোও ভাল-মন্দ সবাইর জন্য। অনেকে মনে করেছিল, ত্রাণকর্তা হবেন কেবল তাদেরই জন্য। কিন্তু ঈশ্বর স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পরিত্রাণের আলো সমগ্র মানব জাতির জন্য।

যোহন ১ : ৯ সেই আসল আলো, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন।

লূক ১ : ৭৮, ৭৯ আমাদের ঈশ্বরের দয়ার দরুন পাপের ক্ষমা পেয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাঁর দয়াতে স্বর্গ থেকে এক উঠন্ত সূর্য আমাদের উপর নেমে আসবেন, আর যারা অন্ধকারে এবং মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে, তাদের আলো দেবেন। আর শান্তির পথ তিনিই আমাদের দেখিয়ে দেবেন।

একজন অন্ধ পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিল। হঠাৎ সে অনেক লোক আসবার শব্দ শুনতে পেল। সে জনতে পারল যে, যীশু এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন,

আর তাঁর সঙ্গে আনেক লোক যাচ্ছে। ভিখারীটি আগেই যীশুর রোগ ভাল করবার ক্ষমতা শুনতে পেয়েছিল। তাই সে জোরে চিৎকার করে ডাকল ঃ "হে যীশু, দায়ুদের বংশধর, আমার প্রতি দয়া করুন!" যীশুর সঙ্গের লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বললো। যীশু যে একজন ভিখারীর মতন তুচ্ছ লোককেও দয়া করবেন, তা তারা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু যারা যীশুকে ডাকে, তাদের সবাইকে তিনি সাহায্য করেন। ভিক্ষুকটি বারবার যীশুকে ডাকতে থাকে। তাতে যীশু থামলেন, এবং ভিক্ষুকটিকে তাঁর কাছে আনালেন। যীশু তাকে সুস্থ করলেন।

লূক ১৮ ঃ ৪৩ লোকটি তখনই দেখতে পেল এবং ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে যীশুর পিছনে চললো।

যীশুর সাক্ষাৎ লাভের পর ভিক্ষুকটির জীবন এক নূতন পথে মোড় নিল। তার অন্ধকারময় জগতে দিনের আলো দেখা দিল। সে আগে কি ছিল, কোথায় বসে ভিক্ষা করত, অন্ধকারে কেমন হোঁচট খেয়েছে,—এসবে কিছুই এসে যায়নি। এখন সে আলোতে চলছে—এখন সে আর ভিক্ষুক নয়, কিন্তু জগতের আলো, যীশুর একজন শিষ্য।

আলোর প্রতি সাড়া

অগ্রাহ্য করা ঃ

কিছু লোক যীশুকে পছন্দ করে না এবং তাঁর আলো গ্রহণ করতে চায় না। তারা এগিয়ে যেতে চায়, নিজেদের খুশীমত জীবন যাপন করতে চায় ও নিজ নিজ পথে চলতে চায়। যীশু তাদের যা বলেন তা করতে চায় না। যখন যীশু এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন কিছু লোক তাঁকে ঘৃণা করেছে, কারণ তাঁর শিক্ষা তাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তারা কিরূপ জঘন্য পাপী। তারা সেই আলো নিভিয়ে ফেলতে, অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সুসমাচারের শত্রুতা করেছে। যীশু তাদের বলেছেন যে,

তিনি প্রত্যেকের জন্যই পরিত্রাণ এনেছেন । যে কেউ তাঁকে গ্রহণ করে, সে-ই রক্ষা পাবে । কিন্তু যারা তাঁর আলোকে অগ্রাহ্য করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু অন্ধকারের মধ্যেই হবে ।

যোহন ৩ ঃ ১৯, ২০ তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ জগতে আলো এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে । যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে আলো ঘৃণা করে । তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে সে আলোর কাছে আসেনা ।

গ্রহণ করা ঃ

যীশু বলেছেন, "যে আমার পথে চলে সে, জীবনের আলো পাবে ।" এই আলো একটা সম্পত্তির মত এবং তা এক চলমান অভিজ্ঞতা । যীশুই আলো । তাঁকে লাভ করা মানে জীবনের আলো এবং সেই আলো যা কিছু দেয়, সবই লাভ করা । জগতের আলো লাভ করাটা জ্ঞান, ইচ্ছা শক্তি, কিম্বা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশী । তা যীশুর সম্বন্ধে জানা বা যীশুর শিক্ষা জানার চেয়েও বেশী । এর মানে এক বিকিরণশীল, জীবন্ত ও উদ্‌ঘাটনী (প্রকাশকারী) শক্তি রূপে স্বয়ং যীশুকেই আপনার জীবনে লাভ করা ।

যীশু বলেন, "যে আমার পথে চলে ।" ঈশ্বরের আলো পেতে আমাদের একটা কিছু অবশ্যই করতে হবে–যীশুর পথে চলতে হবে, তাঁর আলোতে চলতে হবে । যারা ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ করতে ও তাঁর পথে চলতে ইচ্ছুক, তাদের কাছেই তিনি নিজেকে ও তাঁর সত্যকে প্রকাশ করেন । তিনি প্রতিদিন আমাদের পথ দেখিয়ে নেন ।

১ যোহন ১ ঃ ৭ কিন্তু ঈশ্বর যেমন আলোতে আছেন আমরাও যদি তেমনি আলোতে চলি, তবে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ সম্বন্ধ থাকে আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শুচি করে ।

হিতোপদেশ ৪ : ১৮ কিন্তু ধার্মিকদের পথ প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায়, যাহা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরত্তোর দেদীপ্যমান হয়।

আপনি কি যীশুর পথে চলতে চান ? জীবনের আলো পেতে চান ? আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে বরণ করে নিন। তাঁর উজ্জ্বল আলোতে সব অন্ধকার দূর হয়ে যাক। তাঁর আলোতে চলুন ও আপনার আশে পাশের লোকদেরও এই আলো দিন। আপনার জীবনকে তাঁর দিকে ফিরান, যেন তাঁর আলো দিয়ে তিনি তা পূর্ণ করতে পারেন।

প্রার্থনা : হে যীশু আমার জীবনে এসো। আমার অন্তর থেকে পাপ ও ভয়ের অন্ধকার দূর করে দেও। আমাকে বদলে দেও। তুমি যেমনটি চাও, তেমনটি করে তোল আমায়। তোমার আলোয় আমাকে উজ্জ্বল করে তোল। প্রতিদিন তোমার পথে চলতে আমায় সহায্য কর। তোমার আলোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ, হে প্রভু।

৭ যীশু আরোগ্যদাতা ও বাপ্তিস্মদাতা

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

যীশু স্বর্গীয় চিকিৎসক।

দেহ ও আত্মার আরোগ্যদাতা।

এখনও তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মদাতা।

প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।

যীশু স্বর্গীয় চিকিৎসক

সুসমাচারে আমরা যীশুকে মহান চিকিৎসক, দেহ ও আত্মার আরোগ্যদাতা রূপে দেখতে পাই। তাঁর উপরে বিশ্বাসী লোকদের সাথে আলাপ করে আমরা জানতে পারি যে, যীশু আজও একই ভবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেহ ও আত্মার আরোগ্যদাতা ঃ

চিকিৎসক বলতে কাকে বুঝায় ? তার কাজ কি ? যীশু যে আমাদের স্বর্গীয় চিকিৎসক, এই প্রশ্ন দুটির উত্তর আলোচনা করলে আমরা তা বুঝতে পারব। একজন ভাল চিকিৎসক ঃ

১। রোগীদের সহায্য করতে ও সুস্থ করতে চান

২। রোগ চিকিৎসা করবার যোগ্যতা রাখেন এবং তা করতে প্রস্তুত থাকেন।

৩। রোগীদের পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা করেন।

৪। রোগীর রোগ নির্ণয় করেন।

৫। উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দেন।

৬। রোগীর সম্মতিক্রমে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন।

এই ছয়টি বিষয় কি যীশুর সম্বন্ধে সত্য ? হাঁ, নিশ্চয়ই। এদের প্রত্যেকটিই যীশুর বেলায় সত্য। তিনি দেখিয়েছেন যে, যারা দৈহিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ, তাদের জন্য তিনি চিন্তা করেন ও যত্ন নেন। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের সমস্যা জানবার জন্য তাঁকে এক্স-রে রিপোর্ট দেখতে হয়না। তিনি আমাদের জানেন ও আমাদের প্রয়োজন বুঝেন। তিনিই আমাদের নির্মাণ করেছেন বা তৈরী করেছেন। দেহ বা মনের কোন অংশ ঠিক মত কাজ না করলে, সহজেই তিনি সেটা মেরামত করতে পারেন।

আরোগ্য সাধন (রোগ ভাল করা) ও পরিত্রাণ, এই উভয়ই ছিল ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুর কাজের অভিন্ন অংশ। আসলে বাইবেলে 'পরিত্রাণ' কথাটির দ্বারা রোগ মুক্ত দেহ এবং আত্মার মুক্তি ও নিরাপত্তা এই উভয়ই বুঝানো হয়েছে।

মথি ৪ : ২৩, ২৪ গালীল প্রদেশের সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে যিহূদীদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ঘরে যীশু শিক্ষা দিতে লাগলেন। এছাড়া তিনি স্বর্গ রাজ্যের সুখবর প্রচার করতে এবং লোকদের সব রকম রোগ ভাল করতে লাগলেন। সমস্ত সিরিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল। যে সব লোকেরা নানা রকম রোগে ভীষণ যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছিল, যাদের মন্দ আত্মায় ধরেছিল এবং যারা মৃগী ও অবশ রোগে ভুগছিল, লোকেরা তাদের যীশুর কাছে আনল। তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন।

মথি ৮ : ১৭ এসব ঘটলো যাতে ভাববাদী যিশাইয়ের মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়–"তিনি আমাদের সমস্ত দুর্বলতা তুলে নিলেন, আর আমাদের রোগ দূর করলেন।"

অন্ধ, খোড়া, অসুস্থ, এবং যাদের মন ভয়, সন্দেহ ও ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, যারাই সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে আসত, যীশু তাদের সবাইকে সুস্থ করতেন। আমাদের স্বর্গীয় চিকিৎসক দেহ, মন, আবেগ ও আত্মা নিয়ে গঠিত পূর্ণ ব্যক্তিকে সুস্থ করতে এসেছিলেন। তিনি চান আমরা যেন জীবনকে এর সার্বিক পূর্ণতায় ভোগ করতে পারি।

যোহন ১০ : ১০ 'আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।"

আজও তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন

যীশু আজও সেই মহান চিকিৎসকই রয়েছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছেন যেন, তারা তাঁর নামে রোগ ভাল করেন। মানুষ রূপে পৃথিবীতে থাকাকালে যীশু নিজে যা করেছেন, এখন তিনি প্রার্থনার উত্তর দিয়ে এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সেই কাজ করেন। যীশু আজও একই রকম আছেন। হাজার হাজার লোক আপনাকে সাক্ষ্য দিতে পারেন, কিভাবে প্রার্থনার উত্তরে যীশু তাদের রোগ ভাল করেছেন।

মার্ক ১৬ : ১৭, ১৮, ২০ "যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে–আমার নামে তারা মন্দ আত্মা ছাড়াবে–তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা ভাল হবে।" শিষ্যেরা গিয়ে সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন। প্রভু তাদের মধ্য দিয়ে তাদের সংগে কাজ করতে থাকলেন এবং তাদের আশ্চর্য কাজ করবার শক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তারা যা প্রচার করছেন তা সত্যি।

ইব্রীয় ১৩ : ৮ যীশু খ্রীষ্ট কালকে যেমন ছিলেন, আজকেও তেমনি আছেন এবং চিরকাল তেমনি থাকবেন।

যাকোব ৫ : ১৪, ১৫ কেউ কি অসুস্থ ? সে মন্ডলীর প্রধান নেতাদের ডাকুক। তাঁরা প্রভুর নামে তার মাথায় তেল দিয়ে তার জন্য

প্রার্থনা করুন। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ লোককে সুস্থ করবে। প্রভুই তাকে ভাল করবেন। সে যদি পাপ করে থাকে তবে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মদাতা

প্রতিশ্রুতি :

পুরাতন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের প্রজাদের এমন অনেক নেতা, যেমন ভাববাদী, যাজক, এবং শাসনকর্তার বিবরণ পাই যারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাজের জন্য পৃথক করে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের মাথায় তেল ঢেলে অভিষেক করা হত। তেল ছিল বাইরের চিহ্ন। ঈশ্বর তাদের যে কাজে ব্যবহার করতে চান, পবিত্র আত্মা বর্ষণের মাধ্যমে তারা সেই কাজের জন্য শক্তি লাভ করতেন। আর এই পবিত্র আত্মা বর্ষণের জন্য তারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই উপর নির্ভর করতেন।

একদিন ঈশ্বর যোয়েল ভাববাদীকে এক আশ্চর্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন এক সময় আসবে যখন ঈশ্বর কেবল নেতাদের উপর নয়, কিন্তু তাঁর সব লোকদের উপরেই পবিত্র আত্মা বর্ষণ করবেন।

যোয়েল ২ : ২৮-২৯ আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্যমাত্রের (প্রত্যেক মানুষের) উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্র-কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে ; তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে ; আর তৎকালে আমি দাস দাসীদিগেরও উপরে আমার আত্মা সেচন করিব।

এর কয়েক শত বছর পরে ঈশ্বর বাপ্তাইজকারী যোহনকে বলেন যে, মশীহ এসে লোকদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন। ঈশ্বর যোহনকে এক বিশেষ দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন যেন, তিনি মশীহের আসবার পথ প্রস্তুত করেন এবং লোকদের কাছে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেন। যোহনের প্রচার শুনবার জন্য অসংখ্য মানুষের ভীড় হত। এদের অনেককেই যোহন জলের বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। তারা যে-পাপ থেকে মন ফিরিয়েছে, এবং এখন তারা যে ঈশ্বরের লোক এই বাপ্তিস্ম ছিল তারই চিহ্ন।

মথি ৩ : ১১ "মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি। কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি.....পবিত্র আত্মা ও আগুণে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।"

অল্প কাল পরেই যোহন লোকদের কাছে যীশুর পরিচয় প্রকাশ করেন। যীশু ও তাঁর কাজ বর্ণনার জন্য তিনি চারটি কথা বা বর্ণনা ব্যবহার করেছেন।

১। ঈশ্বরের মেষশাবক।

২। আমার চেয়ে মহান।

৩। যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন।

৪। ঈশ্বরের পুত্র

যোহন ১ : ২৯, ৩০, ৩২-৩৪ "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দুর করেন। ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।".....আমি পবিত্র আত্মাকে পায়রার মত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপরে থাকতে দেখেছি। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর উপরে পবিত্র আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই, যিনি পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম দেবেন।' আমি তা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

লোকদের মাঝে যীশুর সাড়ে তিন বছরের কর্মজীবনে তাঁর শিষ্যদের মনে নিশ্চয়ই অনেকবার প্রশ্ন জেগেছে, কবে তিনি তাদের পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম দেবেন। যীশু এই অভিজ্ঞতাটিকে "পিতার প্রতিশ্রুতি" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মদাতা হওয়ার আগে প্রথমে তাঁকে ঈশ্বরের মেষ-শিশু হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁকে মরতে হবে, পুনরায় মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে এবং স্বর্গে ফিরে যেতে হবে। তার পরই তিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেবেন। যীশুর মৃত্যুর

আগের রাতে তিনি পবিত্র আত্মা ও তাঁর কাজ সম্পর্কে অনেক বিষয় তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন।

যোহন ১৪ : ১৬, ২৬ ; ১৫ : ২৬ ; ১৬ : ৭, ১৩ "আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা। সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি, সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন। সে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন, তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা ; যিনি পিতা থেকে বের হন। আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন।"

যীশুর পুনরুত্থানের পর তাঁর যাওয়ার ঠিক আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন :

১। প্রথমে তাদেরকে পবিত্র আত্মা ও তাঁর শক্তি লাভ করতে হবে যেন তারা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করতে পারে।

২। তারপরে সব জায়গার সব লোকের কাছে যীশু ও তাঁর পরিত্রাণের সুখবর বলতে হবে।

প্রেরিত ১ : ৪, ৫, ৮ "আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ, তার জন্য অপেক্ষা কর। যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরূশালেম, সারা

যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা ঃ

যীশু স্বর্গে যাওয়ার ঠিক আগে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তারা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হবে। তারা যিরূশালেমে ফিরে গিয়ে এই জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ দিন পরে পঞ্চাশত্তমীর দিনে এই ঘটনা ঘটল। যীশু তাদের (১২০ জন বিশ্বাসী) পবিত্র আত্মায় ও আগুণে বাপ্তাইজিত করলেন। আর তারা যীশুর প্রতিশ্রুতি মত তাঁর সাক্ষী হওয়ার শক্তি লাভ করলেন।

প্রেরিত ২ ঃ১-৭, ১১ এর কিছুদিন পরে পঞ্চাশত্তমীর পর্বের দিন শিষ্যেরা এক জায়গায় মিলিত হলেন। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে জোর বাতাসের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন, সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল। শিষ্যেরা দেখলেন, আগুনের জিভের মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল। তাতে তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন এবং সেই আত্মার দেওয়া শক্তি অনুসারেই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

সেই সময় জগতের নানা দেশ থেকে ঈশ্বর ভক্ত যিহূদী লোকেরা এসে যিরূশালেমে বাস করছিলেন। তাঁরা সেই শব্দ শুনলেন এবং অনেকেই সেখানে জড় হলেন। নিজ নিজ দেশের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেলেন। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এই যে লোকের কথা বলছে, এরা কি সবাই গালীলের লোক নয় ?..... আমরা সকলেই তো আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহৎ কাজের কথা ওদের বলতে শুনছি।"

পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ পিতর তখন সমবেত লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বললেন ঃ তাঁরা যা ঘটতে দেখছেন তার মাধ্যমে ঈশ্বর যোয়েলের ভাববাণী পূর্ণ করেছেন। তারা যীশুকে অগ্রাহ্য করেছিল ও ক্রুশে দিয়ে বধ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন। যীশু স্বর্গে গিয়ে তাঁর

শিষ্যদের জন্য পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হল যে, যীশুই মশীহ।

প্রেরিত ২ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৬ "ঈশ্বর সেই যীশুকেই জীবিত করে তুলেছেন, আর আমরা সবাই তার সাক্ষী। ঈশ্বরের ডান দিকে বসবার গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র আত্মাকে তিনিই পিতা ঈশ্বরের কাছে থেকে পেয়েছেন ; আর এখন আপনারা যা দেখছেন ও শুনতে পাচ্ছেন তা যীশুই দিয়েছেন।.....যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, ঈশ্বর সেই যীশুকেই প্রভু এবং মশীহ এ দুই'ই করেছেন।"

আপনার কি মনে হয়, লোকেরা তখন যোহনের এই কথাগুলি স্মরণ করেছিল যে, যীশু লোকদের পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করবেন ? যোহনের বার্তা সত্য ছিল। যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিশ্রুত মশীহ। কিন্তু তারা যীশুর উপরে বিশ্বাস করেনি। তাদের অবিশ্বাসের জন্য তাঁকে ক্রুশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ঈশ্বর কি তাদের ক্ষমা করতে পারতেন ?

প্রেরিত ২ ঃ ৩৭-৩৯, ৪১ এই কথা শুনে লোকেরা মনে আঘাত পেল। তারা পিতর ও অন্য প্রেরিতদের জিজ্ঞাসা করল, "ভাইয়েরা আমরা কি করব ?" উত্তরে পিতর বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে পাপের ক্ষমা পাবার জন্য পাপ থেকে মন ফিরান এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন। আপনারা দান হিসাবে পবিত্র আত্মাকে পাবেন। আপনাদের জন্য, আপনাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এবং যারা দূরে আছে, এক কথায় আমাদের প্রভু ঈশ্বর তাঁর নিজের লোক হবার জন্য যাদের ডাকবেন, তাদের সকলের জন্যই এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।" যারা তার কথা বিশ্বাস করল, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং শিষ্যদের দলের সংগে সেদিন ঈশ্বর প্রায় তিন হাজার লোককে যুক্ত করলেন।

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ বিশ্বাসীরা কিভাবে সব জায়গায় যীশুর সাক্ষ্য বহন করেছেন, এর পরে প্রেরিতদের কার্য বিবরণ বইটিতে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

যীশু কি আজও পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন ? নিশ্চয়ই । অতীতের চেয়ে এখন আরও ব্যাপক ভাবে যোয়েলের ভাববাণী পূর্ণ হচ্ছে । সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পঞ্চাশত্তমীর অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করেছে । অনেক মণ্ডলীতেই যীশু আজ নূতন জীবন ও শক্তি দান করছেন । একে আমরা **আত্মিক জাগরণ** বলে থাকি । কারণ একটি দান হিসাবে পবিত্র আত্মা আসেন এবং সেই সঙ্গে আত্মিক ক্ষমতার অনেক অনুগ্রহ দান দেন ।

যীশু আপনার ত্রাণকর্তা, আরোগ্যদাতা এবং বাপ্তিস্মদাতা হতে চান । আপনার প্রয়োজনগুলি তাঁকে বলুন । নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে সঁপে দিন । তিনি এখনই আপনার প্রয়োজন মেটাবেন ।

যীশুই ত্রাণকর্তা

এই পাঠে আপনি পড়বেন

জগতের ত্রাণকর্তা।

যীশুর নাম।

পরিত্রাণের স্বরূপ বা প্রকৃতি।

ঈশ্বরের মেষ-শিশু।

মেষ-শিশুর আত্মা বলিদান।

মেষ-শিশুর প্রতি মনোভাব।

জগতের ত্রাণকর্তা

"যারা হারিয়ে গেছে, তাদের খোঁজ ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন।" এটাই হচ্ছে খ্রীষ্ট ধর্মের অর্থ। যীশু যে এই জগতে এসেছিলেন, তা ছিল হারান মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য ঈশ্বরের একটি পথ। মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা,—খ্রীষ্ট ধর্ম এই সত্যটি স্বীকার করে।

খ্রীষ্ট ধর্মের সুখবর হল ঃ মানুষের পরিত্রাণ। তাই অন্যান্য ধর্ম থেকে তা আলাদা। অন্যান্য ধর্ম জীবনের সুউচ্চ আদর্শগুলি তুলে ধরতে চায়। তারা জোর দিয়ে বলে যে, এ ব্যাপারে মানুষ সর্বদা ব্যর্থ হয়েছে ও হবে। মানুষ কেন কষ্ট ভোগ করে, কিভাবে তার জীবন যাপন করা উচিৎ, পাপ করলে তাকে কি শাস্তি পেতে হবে, এই ধর্মগুলি মানুষকে তাই বলে দেয়। সেগুলি মানুষকে পাপের উপর বিজয়ী জীবন যাপনের শক্তি দেয় না ; কিন্তু খ্রীষ্ট সব জায়গার সব শ্রেণীর লোকদের জন্যই পরিত্রাণের বাণী বহন করে এনেছেন। আপনি হয়ত ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু সফল হতেও পারেন। আপনার জীবন হয়ত পাপের দ্বারা কলঙ্কিত, কিন্তু আপনাকে শুচি ও পবিত্র

করা যায় । ত্রাণকর্তা যিনি এই জগতে এসে পাপীর বদলে মরেছিলেন এবং পাপ, মৃত্যু, নরক এবং কবরের উপর জয় লাভ করে আবার উঠেছিলেন, তাঁর শক্তিতেই তা সম্ভব ।

সুসমাচারের সুখবর হচ্ছে, যীশু সব মানুষকে পরিত্রাণ করতে এসেছেন । যখন যীশুর জন্ম হল, তখন এক স্বর্গদূত মেষপালকদের বলেছিলেন ঃ

লুক ২ ঃ ১০, ২১ " ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি । এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য । আজ দায়ুদের গ্রামে তোমাদের উদ্ধার কর্তা জন্মেছেন । তিনিই মশীহ, তিনিই প্রভু । "

যীশুর নাম ঃ

"যীশু"– এই নামের মানে সদাপ্রভু ত্রাণ করবেন, অথবা ত্রাণকর্তা । মরিয়ম যে শিশুর জন্ম দেবেন তাঁর কি নাম রাখা হবে, তা বলবার জন্য ঈশ্বর যোষেফের (যীশুর পালক-পিতা) কাছে এক স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন । যীশু কে আর কেন তিনি জন্ম নিলেন, তাঁর এই নামটি সব সময় তা মনে করিয়ে দেবে । তিনি ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন । স্বর্গদূত বলেছিলেন ঃ

মথি ১ ঃ ২১ "তাঁর একটি ছেলে হবে । তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন ।"

আপনি যখন যীশুর নাম উচ্চারণ করেন বা শোনেন, তখন এই নামের মধ্যে আপনার জন্য যে সুখবরটি রয়েছে তা স্মরণ করবেন ঃ যিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন সেই নিত্যজীবী ঈশ্বর আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এই জগতে এসেছিলেন । আমরা যখন যীশুর নামে পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তখন আমরা আসলে এই প্রতিশ্রুতিটিই দাবী করি । প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্যে যীশুর নাম উচ্চারণ করুন । ত্রাণকর্তা যীশুর সম্বন্ধে গান করুন । অন্যদের কাছে তাঁর কথা বলুন । তিনি একমাত্র ত্রাণকর্তা–আমাদের উদ্ধার করবার জন্যই যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন । যীশুর

নামের শক্তিতেই পিতর ও যোহন খোঁড়া লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন। পিতর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

প্রেরিত ৩ ঃ ১৬, ৪ ঃ ১২ "এই লোকটিকে আপনারা দেখছেন এবং যাকে আপনারা চেনেন, যীশুর উপর বিশ্বাসের ফলে যীশুই তাকে শক্তি দান করেছেন। যীশুর মধ্য দিয়ে যে বিশ্বাস আসে, সেই বিশ্বাসই আপনাদের সকলের সামনে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ করে তুলেছে। পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।"

পরিত্রাণের স্বরূপ বা প্রকৃতি ঃ

বাইবেলে **পরিত্রাণ** কথাটির অর্থ খুব মহান এবং ব্যাপক। ত্রাণ করা মানে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, বন্দি জীবন অথবা শাস্তির হাত থেকে মুক্ত করা নিরাপদে রাখা এবং সুস্থ করা। আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু শয়তানের অধীনতা থেকে আমাদের উদ্ধার করেন, পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন, আমাদের পাপ ও অপরাধ বহন করেন ও আমাদের বদলে দণ্ডভোগ করে আমাদের এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন, এবং সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন দেন।

আমাদের পথ হারান অবস্থা এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে যাওয়া জীবনের অভিশাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই যীশু এসেছিলেন। পাপ আমাদের সবাইকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা আমাদের পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা এক উদ্দেশ্যহীন, নষ্ট জীবনের চারিদিকে ঘুরে মরছি। ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে যে আমরা, অনন্ত মৃত্যু আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু যীশু এসেছেন আমাদের উদ্ধার করতে এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিতে। তিনি আমাদের ঠিক পথে নিয়ে আসেন, তাঁর আলো আমাদের দেন, আমাদের জীবনে উদ্দেশ্য ও অর্থ নিয়ে আসেন। যীশু আমাদের ভয় দূর করে আনন্দ ও শান্তি দেন, এবং ধ্বংসের কবল থেকে সরিয়ে অনন্তধামে আমাদের নিয়ে আসেন। যীশু বলেছেন ঃ

লুক ১৯ ঃ ১০ ; "যারা হারিয়ে গেছে, তাদের খোঁজ ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন।"

পাপের অপরাধ ও এর শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্য যীশু এসেছিলেন। আমরা সবাই ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছি। এর শাস্তি হল, ঈশ্বরের কাছ থেকে চিরকাল দূরে থাকা। কিন্তু যীশুই আমাদের সমস্ত পাপের ভার নিলেন এবং আমাদের বদলে মরলেন যেন, আমরা পাপের ক্ষমা পেতে পারি।

রোমীয় ৬ : ২৩ পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর যা দান করেন তা প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন।

পাপ ও শয়তানের অধীনতা থেকে উদ্ধার করবার জন্য যীশু এসেছিলেন। তিনি আমাদের পাপ করার ইচ্ছা থেকে বিদ্রোহী ও স্বার্থপর স্বভাব থেকে মুক্ত করেন এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে এক নূতন স্বভাব দান করেন। তিনি প্রলোভনের ক্ষমতা নষ্ট করে দেন এবং যে সব বাসনা ও অভ্যাস দেহকে ধ্বংস করে ও আত্মার ক্ষতি সাধন করে, সেগুলি থেকে আমাদের মুক্ত করেন। যীশুর মধ্যে আমরা শয়তানের আক্রমনের হাত থেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাই। এখনও আমাদের যুদ্ধ করতে হয়, কিন্তু যীশুই আমাদের বিজয়ী করেন।

রোমীয় ৬ : ২২ কিন্তু এখন তোমরা পাপের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ঈশ্বরের দাস হয়েছ।

২ করিন্থীয় ৫ : ১৭ যদি কেউ খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নূতন ভাবে সৃষ্ট হল। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নূতন হয়ে উঠেছে।

যীশু আমাদের পাপের কুফল থেকে, এমন কি এর অস্তিত্ব থেকেও উদ্ধার করবার জন্য এসেছেন। তিনি আমাদের দেহ ও আত্মাকে সুস্থ করেন। একদিন তিনি আমাদের এমন নূতন এক দেহ দেবেন যা রোগ-ব্যধিও ছুঁতে পারবে না। যাদের তিনি পাপের হাত থেকে উদ্ধার করেন, তাদের জন্য তিনি স্বর্গে বাড়ী নির্মাণ করেছেন। আমরা যখন মরব, অথবা যখন যীশু আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন তিনি আমাদের সেই স্বর্গের বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। একদিন যীশু এই পৃথিবীর উপর শাসন করবেন এবং পৃথিবীকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করবেন। এমন কি প্রকৃতি জগতকেও

হানাহানি ও ধ্বংস থেকে মুক্ত করা হবে। তখন সব কিছুই হবে নিখুঁত। এই পরিত্রাণ কতই-না মহান!

প্রকাশিত বাক্য ২১ ঃ ৩, ৪ " তিনি (ঈশ্বর) নিজেই মানুষের সংগে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন। তিনি তাদের চোখের জল মুছে দেবেন। মৃত্যু আর হবে না, দুঃখ, কান্না, ব্যাথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।"

ঈশ্বরের মেষ-শিশু

ঈশ্বরের **মেষ-শিশু** নামটি বিশেষ করে জগতের ত্রাণকর্তা হিসাবে যীশুর কাজের প্রতিই ইংগিত করে।

মেষ-শিশুর আত্ম-বলিদান ঃ

যীশু যখন প্রকাশ্যে তাঁর কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন, তখন বাপ্তাইজকারী যোহন এক বিরাট জনতার কাছে তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

যোহন ১ ঃ ২৯ "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।"

যোহনের কথা যারা শুনেছে তারা তার কথার একটি মাত্র অর্থই করতে পারত। তখন পাপের বলিরূপে মেষ-শাবক বধ করা হত। পাপীরা ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করত এবং ঈশ্বরকে অনুরোধ করত যেন, তিনি তাদের বদলে এই মেষ-শাবকের মৃত্যু গ্রাহ্য করেন। যীশু ছিলেন সেই বলি, সব পাপীদের বদলে মৃত্যু-বরণ করবার জন্যই ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মেষ-শিশু যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।

ঈশ্বর কিভাবে মশীহকে আমাদের পাপের বলি স্বরূপ করবেন, মহান যিশাইয় ভাববাদী সে বিষয়ে লিখে গিয়েছেন ঃ তাঁর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে তাঁকে একজন সাধারণ অপরাধীর মত হত্যা করা হবে। তিনি আমাদের সমস্ত পাপের অপরাধ নিজে বহন করবেন। আমরা যেন পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি, সে জন্য আমাদের বদলে আমাদের জায়গায় তিনি মৃত্যু ভোগ করবেন। পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন, তাঁর আত্ম-

বলিদানের ফল দেখবেন ও তা দেখে সুখী হবেন। যিশাইয় ভাববাদী যেমন বলেছিলেন, যীশুর প্রতি ঠিক সেই ভাবেই এগুলি ঘটেছিল।

যিশাইয় ৫৩ : ৩-১২ তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন। লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদান করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই।

সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন ; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত।

কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।

আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি ; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।

তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না ; মেষ-শাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরূপ তিনি মুখ খুলিলেন না।

তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন ; তৎকালীয়দের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন ? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল।

আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরূপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি দৌরাত্ম করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না।

তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল ; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন, তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন

তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ু হইবেন, এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন ; আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।

এই জন্য আমি মহানদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন, কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, তিনি অর্ধমীদের সহিত গণিত হইলেন ; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

যীশু কিভাবে আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন, চারটি সুসমাচারেই তার বিবরণ লেখা আছে। ধর্মীয় নেতারা তাঁকে মশীহ বলে স্বীকার করতে চায়নি। তারা তাঁর প্রতি হিংসায় ভরে উঠেছিল এবং তাঁকে বধ করবার সংকল্প নিয়েছিল। তারা দেশের শাসনকর্তার কাছে তাঁর নামে অভিযোগ করল এবং বিচারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য মিথ্যা সাক্ষীও জোগাড় করল। রোমীয় শাসনকর্তা পীলাত বুঝেছিলেন যে, যীশু নির্দোষ। কিন্তু ধর্মীয় নেতা ও তাদের দ্বারা উত্তেজিত জনতার দাবীর কাছে তাকে হার মানতে হয়েছিল।

যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল–তাঁর হাত-পা পেরেক দিয়ে কাঠের তৈরী ক্রুশের উপর বিদ্ধ করা হয়েছিল। এটা ছিল সবচেয়ে বেশী অপরাধীদের শাস্তি। কালভেরী পাহাড়ে দুজন দস্যুর মাঝে তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গান হয়েছিল। সেখানে ঈশ্বরের মেষ-শিশু আমাদেরই পাপের বলিরূপে মরলেন।

মেষ-শিশুর প্রতি মনোভাব :

কালভেরী পাহাড়ে যীশুর প্রতি লোকদের মনোভাবের মধ্যে আমরা সমগ্র জগতেরই ছবি দেখতে পাই। অনেকে যীশুকে ঘৃণার চোখে দেখেছে, এবং তাঁকে ও তাঁর দাবীগুলি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেছে। অনেকে তাঁর প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছে, তিনি যখন মারা যাচ্ছেন, তারা তখন তাঁর

পোশাকগুলি বাট করবার কাজে ব্যস্ত । অনেকের মধ্যে আবার নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল । কিন্তু আরও কেউ কেউ যীশুর প্রতি বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা দেখিয়েছিল ।

পাহাড়টিতে তিনটা ক্রুশ পোঁতা হয়েছিল । সেদিন তিনজন লোক কালভেরীতে মারা গিয়েছিলেন । তাঁদের মনোভাব আলোচনা করলে আমরা হয়ত আমাদের নিজ নিজ মনোভাব বুঝতে পারব ।

লুক ২৩ : ৩৩, ৩৪ ও ৩৯-৪৩ সেখানে পৌঁছে তারা যীশুকে ও সেই দু'জন দোষীকে ক্রুশে দিল ; এক জনকে যীশুর ডান দিকে ও অন্য জনকে বাঁ-দিকে । তখন যীশু বললেন, "পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা জানেনা ।"

যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন যীশুকে টিট্‌কারি দিয়ে বললো, "তুমি নাকি মশীহ ? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর ।" তখন অন্য লোকটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় করনা ? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ । আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি, আমাদের যা পাওনা, আমরা তা-ই পাচ্ছি । কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করেনি ।" তার পরে সে বললো, "যীশু, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন, তখন আমার কথা মনে করবেন ।" উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগ পরম-দেশে উপস্থিত হবে ।"

তিনটি ক্রুশ আমাদের তিনটি বিষয় বলে (১) বিদ্রোহ, (২) মুক্তি, (৩) অনুতাপ । একটির উপর একজন পাপী তার পাপে মারা যাচ্ছিল । দ্বিতীয়টির উপর ঈশ্বরের মেষ-শিশু মানুষের পাপের জন্য মরছিলেন । তৃতীয়টির উপর একজন পাপী তার পাপ সম্বন্ধে মরছিল ।

বিদ্রোহ । বিদ্রোহের ক্রুশটিতে একজন লোক তার পাপে মারা যাচ্ছে । সে অন্যায় কাজ করে জীবন কাটিয়েছে । জীবন তাকে এক তিক্ত ও কঠোর মানুষে পরিণত করেছে । এখন সে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে–এটা তার চূড়ান্ত পরাজয় । তার ডান পাশে ছিল সাহায্য, সে যদি শুধু বিশ্বাস করত, তাহলেই সে তা পেত । সে ঈশ্বরের সামনেই ছিল, কিন্তু তার অন্তরের

বিদ্রোহ তাকে আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে অন্ধ করে ফেলেছিল। ত্রাণকর্তার এত কাছে থেকেও সে ঘৃণা, বিরক্তি ও নিরাশায় পূর্ণ আত্মার দুঃসহ যন্ত্রনার মধ্যে মারা গেল।

মুক্তি। মাঝের ক্রুশটিতে যীশু আমাদের মুক্ত করবার জন্য, আমাদেরই পাপের জন্য মরলেন। শয়তান আমাদের সবাইকেই ঠকিয়েছিল, আমাদের হরণ করে নিয়ে তার চাকর বা দাস বানিয়েছিল। আমাদের মুক্তির মূল্যরূপে ঈশ্বরপুত্র মৃত্যু বরণ করলেন। তিনি শয়তানের অধীনতা থেকে আমাদের মুক্ত করলেন। আমাদের বদলে মৃত্যু বরণ করে আমাদের আবারও তাঁর নিজের জন্য কিনে নিলেন।

১ পিতর ১ : ১৯ তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ-শিশু যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য রক্ত দিয়ে।

অনুতাপ। তৃতীয় ক্রুশটিতে একজন পাপী তার পাপ সম্বন্ধে মরেছিল।

যীশুর উপরে বিশ্বাস করবার দ্বারা সে তার পাপ থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়েছিল। এই লোকটি তার নিজের এবং সত্যের মুখোমুখি হয়েছিল। সে তার অন্যায় স্বীকার করেছিল। সে যীশুকে ত্রাণকর্তা ; মশীহ বলে স্বীকার করেছিল।

যীশু মারা যাচ্ছিলেন, কিন্তু অনুতপ্ত দস্যুটি বিশ্বাস করেছিল যে, একদিন তিনি এই জগতের উপর রাজত্ব করবেন। তার সে ত্রাণকর্তাকে বিনতি করল যে, যখন তিনি রাজারূপে আসবেন, তখন যেন তার কথা মনে রাখেন (বা তার উপর দয়া করেন)। কি অসাধারণ বিশ্বাস তার ! যীশু তাঁর মৃত্যুর আগে যে কাজগুলি করেছিলেন, মৃত্যু পথ যাত্রী অনুতপ্ত দস্যুটির পাপ ক্ষমা করে তাকে অনন্ত জীবন দেওয়া ছিল তাদের একটি।

প্রতিটি ব্যক্তি ত্রাণকর্তার প্রতি কিরূপ সাড়া দেয়, তার দ্বারাই সে তার পরকাল স্থির করে নেয়। দু'জন দস্যুরই পরিত্রাণ লাভের সমান সুযোগ ছিল। একজন বিদ্রোহ ও ঘৃণার মনোভাব আঁকড়ে থাকল, আর একমাত্র যে ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করতে পারতেন, সেই যীশুকেই টিট্‌কারী দিল। অন্যজন

অনুতাপ করল, সে যীশুর করুণা ভিক্ষা চাইল। একজন নরকে অনন্ত যন্ত্রনা ভোগ করতে গেল। অন্যজন স্বর্গে অনন্ত সুখের আশ্রয়ে গেল।

এই লোক দু'জন আমাদেরই ছবি। একজন বিদ্রোহ করল, হারিয়ে গেল। অন্যজন অনুতাপ করল, যীশুর কাছে তার প্রয়োজনের কথা বললো, এবং উদ্ধার পেল। আপনি এদের কার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন ? যীশুর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে অনন্ত জীবন, পাপের ক্ষমা, শান্তি এবং সব রকম সাহায্য দিবেন। তিনি এখন আপনার খুব কাছেই আছে।

ইফিষীয় ১ : ৬, ৭ তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে যে মহিমাপূর্ণ দয়া আমাদের করেছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। ঈশ্বরের অশেষ দয়া অনুসারে খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি; অর্থাৎ পাপের ক্ষমা পেয়েছি।

১ পিতর ২ : ২৪, ২৫ তিনি ক্রুশের উপরে নিজের দেহে আমাদের পাপের বোঝা বইলেন, যেন আমরা পাপের দাবী-দাওয়ার কাছে মরে ঈশ্বরের ইচ্ছা মত চলবার জন্যে বেঁচে থাকি। তাঁর দেহের ক্ষত তোমাদের সুস্থ করেছে। ভুল পথে যাওয়া ভেড়ার মত তোমরাও ভুল পথে যাচ্ছিলে, কিন্তু যে রাখাল তোমাদের আত্মার দেখা শোনা করেন তোমরা তাঁর কাছে ফিরে এসেছ।

৯ যীশুই পুনরুত্থান ও জীবন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

মৃত্যুর উপরে যীশুর বিজয়

অলৌকিক পুনরুত্থান

তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ।

তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি।

যীশু এবং আমাদের পুনরুত্থান।

তাঁর প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।

মৃত্যুর উপরে যীশুর বিজয়

যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন এবং আমাদের অনন্ত জীবন দেবার জন্য তিনি মৃত্যুকে জয় করে, আবার জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। এটাই খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাণ। একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের মহান সত্যগুলির ভিত্তিই হচ্ছে, প্রভু যীশুর পুনরুত্থান। তিনি যদি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে না উঠতেন, তাহলে ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার সবটাই ব্যর্থ হত। কিন্তু তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। তাই এখন তিনি আমাদের জীবিত প্রভু ও ত্রাণকর্তা।

অলৌকিক পুনরুত্থান ঃ

যীশু এই পৃথিবীর সেবা করার জীবনে দেখিয়েছেন যে, মৃত্যুর উপরে তাঁর ক্ষমতা আছে। নূতন নিয়মে আমরা যীশুর দ্বারা, তিন জন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করবার বিবরণ পাই।

যায়ীর নামে সমাজ ঘরের একজন নেতা, যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে অনুনয় করলেন যেন তিনি তার মেয়েটাকে ভাল করে দেন। তিনি যখন যীশুর সংগে বাড়ীতে ফিরলেন, তখন মেয়েটি মৃত ছিল।

লুক ৮ : ৫২, ৫৪, ৫৫ সবাই মেয়েটির জন্য কান্নাকাটি ও দুঃখ করছিল।.....যীশু মেয়েটির হাত ধরে ডেকে বললেন, "খুকী ওঠো।" এতে মেয়েটির প্রাণ ফিরে আসল, আর সে তখনই উঠে দাঁড়াল।

লোকেরা নায়িন গ্রামের বিধবার মৃত ছেলেকে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে যীশুর সাথে তাদের দেখা হল। যীশু লোকদের থামালেন।

লুক ৭ : ১৪, ১৫ তারপর যীশু কাছে গিয়ে খাট ছুঁলেন। এতে যারা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা দাঁড়াল। যীশু বললেন, "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো।" তাতে যে মারা গিয়েছিল সেই লোকটি উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল। যীশু তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

লাসার এবং তার দুই বোন মার্থা ও মরিয়মকে যীশু খুব স্নেহ করতেন। এদিকে লাসার মারা গেল, তাকে কবরও দেওয়া হল। এর চারদিন পরে যীশু সেখানে আসলেন।

যোহন ১১ : ৪৩, ৪৪ যীশু জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার বের হয়ে এস।" যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তার হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তার মুখ রুমালে বাধাঁ ছিল। যীশু লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।"

যীশুর নিজের পুনরুত্থান ছিল মৃত্যুর উপরে তার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়। তিনি যে লোকদের বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তারা মরনশীল রক্ত মাংসের মানুষই রয়ে গিয়েছিল–অর্থাৎ পরে তাদের আবার মরতে হয়েছিল। কিন্তু যীশু যখন মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তখন তিনি এমন এক অমর দেহ সঙ্গে নিয়ে এলেন–যা আর কখনও মরবে না। তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন।

তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ :

আমরা কি করে জানি যে, যীশু মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন ? ইতিহাসের আর কোন বিষয়ই এরূপ তিক্ত ভাবে অস্বীকার করা হয়নি, অথবা এরূপ পুংখানুপুংখ ভাবে সত্য বলেও প্রমাণিত হয়নি। অনেক প্রমাণের মধ্য থেকে এখানে দশটি প্রমাণ দেওয়া হল :

১) **রোমান সৈনিকদের বিবৃতি :** যীশুর দেহ যাতে কেহ চুরি করে নিয়ে মিথ্যা ভাবে এরূপ প্রচার করতে না পারে যে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন, সেই জন্য বিরাট পাথরের ঢাক্না দিয়ে বন্ধ করা গুহার মত কবরটি পাহারা দেবার জন্য সৈন্য মোতায়ন করা হয়েছিল। তৃতীয় দিন সকালে পাহারারত সৈন্যরা একজন স্বর্গদূতকে কবরের ঢাক্না পাথরটি সরাতে দেখেছিল। আর ভূমিকম্প হয়েছিল। ভীত-সন্ত্রস্ত সৈন্যেরা দেখে, কবর খালি ! যীশুর দেহ সেখানে নাই। তারা দৌড়ে গিয়ে এই ঘটনার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল।

২) **শূন্য কবর ও পরিত্যক্ত কবরবস্ত্র :** এর কিছু পরে কয়েকজন স্ত্রীলোক কবরের কাছে আসল। কিন্তু তারা যীশুর দেহ দেখতে পেল না। দু'জন স্বর্গদূত তাদের বললেন যে, যীশু জীবিত হয়েছেন। পিতর ও যোহন দৌড়ে কবরের কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তা খালি। যীশুর দেহ সেখানে নাই, কিন্তু যে কাপড় দিয়ে মৃত দেহ মোড়া হয়েছিল, তা একটা ব্যাণ্ডেজের মত পড়েছিল। রেশম প্রজাপতি গুঁটি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে গুঁটিটি যেমন খোসার মত পড়ে থাকে, ঐ কাপড়ও ঠিক সেই ভাবে পড়েছিল। যীশুর দেহ চুরি করলে কেউ কবরবস্ত্র খুলে আবার এই ভাবে মুড়ে রাখবার জন্য অযথা সময় নষ্ট করত না।

৩) **স্বর্গদূতের বার্তা :** স্বর্গদূতগণ কবরের কাছে আগত স্ত্রীলোকদের বলেছিলেন :

লুক ২৪ : ৫, ৬ "যিনি জীবিত তাঁকে মৃতদের মধ্যে খোঁজ করছ কেন ? তিনি এখানে নেই ; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন।"

৪) যীশু বিভিন্ন লোকদের দেখা দিয়েছিলেন ।

প্রেরিত ১ ঃ ৩ তাঁর দুঃখভোগের পরে এই লোকদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন । চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন ।

যীশু বিভিন্ন সময়ে এই লোকদের দেখা দিয়েছিলেন ঃ

একদল স্ত্রীলোককে

মগ্দলিনী মরিয়মকে

পিতরকে

ইম্মায়ুর পথে দু'জন শিষ্যকে

যিরুশালেমে দশ জন শিষ্যকে

যিরুশালেমে এগার জন শিষ্যকে

গালীল সমুদ্রের তীরে সাত জন শিষ্যকে

গালীলে ৫০০ জন বিশ্বাসীকে

যীশুর ভাই যাকোবকে

স্বর্গারোহণের সময় বৈথনিয়ার কাছে শিষ্যদেরকে

স্বর্গে চলে যাওয়ার পরে যীশু তিন জনকে দেখা দিয়েছিলেন । তারা যীশুকে স্বর্গে (পিতার পাশে) দেখেছিলেন । এরা হলেন ঃ–

স্তিফান,–প্রথম খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর ।

শৌল (পৌল), দম্মেশক যাওয়ার পথে ।

যোহন, প্রকাশিত বাক্যে বর্ণিত দর্শনের মধ্যে ।

৫) **যীশুর দেহের স্বরূপ বা প্রকৃতি ঃ** পুনরুত্থানের পর যীশু যে দেহ গ্রহণ করেছিলেন তা দু'টি বিষয় প্রমাণ করে ঃ (১) বিশ্বাসীরা যা দেখেছিলেন তা চোখের ভুল (মায়া) কিম্বা ভুত ছিল না । যীশু যাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন । তারা যীশুকে স্পর্শ করেছিল । তাঁর দেহ মাংস ও অস্থিযুক্ত (হাড়) ছিল । (২) তিনি ঘুমে অচেতন অবস্থা বা মৃত্যু থেকে আগের মত মরণশীল দেহ নিয়ে জেগে ওঠেননি । তিনি এমন এক মহিমান্বিত, মৃত্যুঞ্জয়ী দেহ গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল সমস্ত জাগতিক অক্ষমতা, ব্যাথা, অথবা মৃত্যুর উর্দ্ধে । তিনি বন্ধ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন । ইচ্ছামত আবির্ভূত ও অদৃশ্য হয়েছেন । শিষ্যেরা তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছিলেন । পুনরুত্থান তাঁর দেহকে নূতন নূতন শক্তি দিয়েছিল ।

৬) **পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম ঃ** পঞ্চাশত্তমীর ঘটনার মধ্যে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের একটি প্রতিশ্রুতি সরাসরি পূর্ণ হয়েছিল । বিশ্বাসীদের সঙ্গে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করেছিল যে যীশু জীবিত ।

৭) **খ্রীষ্টিয়ানদের সাক্ষ্য ঃ** বিশ্বাসীরা সর্বদা এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যীশু মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন । মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে যখন তাদের এই সত্য অস্বীকার করতে বলা হয়েছে, তখন তারা হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করেছেন । একটি মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্য তারা কখনোই এই ভাবে মরতেন না ।

৮) **শৌলের পরিবর্তন ঃ** শৌল নামে যিহূদী আইন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এক প্রতিভাবান যুবক খ্রীষ্ট ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করছিল । সে যখন খ্রীষ্টিয়ানদের ধরবার জন্য দম্মেশক যাচ্ছিল, তখন পথিমধ্যে সে নিজেই প্রভু যীশুর হাতে বন্দি হল । সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল এক আলো এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল । সেই আলোর মধ্য থেকে যীশু শৌলকে তার নাম ধরে ডাকলেন ও তার সঙ্গে কথা বললেন । শৌল প্রভু যীশুর চরণে তার জীবন সমর্পণ করল । এই শৌলই হচ্ছেন মহান প্রেরিত পৌল ।

৯) **খ্রীষ্ট ধর্ম :** প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের উপরেই খ্রীষ্ট ধর্মের ভিত্তি। "একটা শূন্য কবরের উপরে খ্রীষ্ট ধর্ম নির্মিত হয়েছে।"

১০) **প্রভু যীশুর সাথে যোগাযোগ :** যীশুর সাক্ষাৎ লাভ আমাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে। আমরা প্রতিদিন তাঁর সংগে কথা বলি। আমরা প্রতিদিন তাঁর সাথে চলি। তিনি আমাদের উত্তর দেন। এ সম্পর্কে একটা গান আছে :

আমার এক মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু,
আজও তিনি এই জগতেই আছেন।
আজও তিনি বেঁচে আছেন,
তিনি আছেন মোর অন্তরে।

তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি :

যীশু ক্রুশের উপর মরেছিলেন সত্য, কিন্তু এই ক্রুশের উপরেই তিনি মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন। লজ্জা ও অপমানের চিহ্ন যে ক্রুশ, তাকে তিনি মুক্তি ক্ষমতা ও বিজয়ের চিহ্নে পরিণত করেছেন। যীশুর দেহ একটা কবরের মধ্যে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কবর তাঁকে বন্দি করে রাখতে পারেনি। তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন, এবং তাঁর উপরে বিশ্বাসী সব লোকদের সাথে এই বিজয়ের সুফল ভোগ করবার জন্য আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন। প্রেরিত পৌল মৃত্যুঞ্জয়ী বা পুনরুত্থানের শক্তিতে যীশুকে জানবার বিষয়ে লিখেছেন। এই শক্তি কি ?

১) **যীশু কে তার প্রমাণ**। তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন বলে আমরা জানি যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে যে দাবী করেন, তিনি ঠিক তাই,–অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং জগতের ত্রাণকর্তা।

২) **পরিত্রাণের নিশ্চয়তা** । যীশু পুনরুত্থান করেছেন বলে আমরা জানি যে, ঈশ্বর আমাদের পাপের জন্য তাঁর আত্মবলি গ্রহণ করেছেন । যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করে সে পাপের ক্ষমা পায়/।

৩) **যীশুর সাথে যুক্ত নূতন জীবন** । আমাদের পুনরুত্থিত প্রভু তাঁর মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ । আমরা তাঁর দেহ । তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন । তাঁর জীবন আমাদের মধ্যে আছে । তাঁর শক্তি আমাদের মাধ্যমে কাজ করে ।

১ পিতর ১ : ৩ যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে ঈশ্বর তাঁর মহা দয়ায় আমাদের নূতন জন্ম (জীবন) দান করেছেন ।

৪) **যীশুর মধ্য দিয়ে বিজয়** । যীশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে তিনি শয়তান, পাপ ও মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন । তিনি সঙ্গে থাকলে আমাদের জীবনে আর কোন ভয় নেই, কিম্বা অপরাধ ও প্রলোভনের চাপে পীড়িত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই । যীশু আপনার পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করেন ।

৫) **আশা** । মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও খ্রীষ্টিয়ানরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করতে পারে । মৃত্যুর পরে যে আরও সুন্দর এক জীবন আমাদের জন্য আছে, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হচ্ছে তার জামিন স্বরূপ । তিনি বলেছেন :

যোহন ১৪ : ১৯ "আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে ।"

৬) **পুনরুত্থান** । পুনরুত্থানের শক্তিতে যীশুকে জানবার মধ্যে আরও একটা বিষয় আছে, তা হল তাঁরই মত একই রূপ দেহ নিয়ে পুনরুত্থান করা ।

১ করিন্থীয় ১৫ : ১০ তিনি (খ্রীষ্ট) প্রথম ফল (জামিন বা নিশ্চয়তা), অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে, তাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়েছেন ।

যীশু এবং আমাদের পুনরুত্থান

তাঁর প্রতিশ্রুতি :

মৃত লাসারকে জীবিত করবার ঠিক আগে যীশু বলেছিলেন।

যোহন ১১ : ২৫ ও ২৬ "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না।"

যীশু যখন খোলা কবরের সামনে গিয়ে ডাক দিলেন "লাসার, বের হয়ে এস" তখন লাসার জীবিত হয়ে সুস্থ দেহে কবর থেকে বের হয়ে আসল। একদিন যীশু পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তখন তাঁর ডাকে, যে সব দেহ পচে গলে ধূলায় মিশে গেছে, কিম্বা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারা একটা বীজ থেকে যেমন গাছের জন্ম হয় তেমনি ভাবে নূতন দেহ নিয়ে জীবিত হয়ে উঠবে। যীশুর অমর, মহিমান্বিত দেহের মত এক আশ্চর্য দেহ লাভ করব আমরা।

যোহন ৫ : ২৪, ২৬, ২৮ ও ২৯ আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তখনই অনন্ত জীবন পায়। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না, সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে। পিতা নিজে যেমন জীবনের অধিকারী তেমনি তিনি পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন।.....এমন সময় আসছে, যারা কবরে আছে তারা সবাই মনুষ্য পুত্রের গলার স্বর শুনে বের হয়ে আসবে। যারা ভাল কাজ করেছে তারা জীবন পাবার জন্য উঠবে, আর যারা অন্যায় কাজ করে সময় কাটিয়েছে, তারা শাস্তি পাবার জন্য উঠবে।

আপনার এলাকায় যে কবরখানা আছে, তা আপনার জন্য একটা খবর বহন করে। কারো কারো কাছে তা এক হতাশার খবর। কবরগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। আমরা শূন্য হাতে জগতে এসেছি, আর শূন্য হাতেই জগৎ ছেড়ে যাই। কিন্তু এটাই সব নয়। যীশুর শূন্য কবরের কথা স্মরণ করুন। যীশু যদি আপনার ত্রাণকর্তা হন, তবে আপনার যে পুনরুত্থান হবে, যীশুর পুনরুত্থানই তার

নিশ্চয়তা দেয়। আপনার দেহ মরতে পারে, কিন্তু আত্মা কখনও মরবেনা। যদি বা আপনার দেহ ধূলায় মিশিয়ে যায়, তবে যীশু তা আবার জীবিত করে তুলবেন। তিনিই পুনরুত্থান ও জীবন।

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা :

যীশু স্বর্গে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিশ্বাসীদের নিয়ে যাবার জন্য তিনি আবার আসবেন।

যোহন ১৪ : ৩ আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।

যীশুর পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে তাঁর শিষ্যেরা যখন তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছিলেন, তখন দু'জন স্বর্গদূত তাদের কাছে এসে বললেন :

প্রেরিত ১ : ১১ "যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল, সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে, সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

যীশু যখন আবার আসবেন তখন মৃতদের যে পুনরুত্থান হবে, সে বিষয়ে অনেক বিস্তারিত বিবরণ ঈশ্বর প্রেরিত পৌলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আর যোহনও এ সম্পর্কে লিখেছিলেন।

১ করিন্থীয় ১৫ : ৩৭, ৩৮, ৪২-৪৪, ৪৯, ৫১-৫৪ ও ৫৭ তোমার লাগানো বীজ থেকে যে চারা হয় তা তুমি লাগাও না বরং একটামাত্র বীজই লাগাও সেই বীজ গমের হোক বা অন্য কোন শস্যের হোক। কিন্তু ঈশ্বর নিজের ইচ্ছামতই সেই বীজকে দেহ দিয়ে থাকেন। তিনি প্রত্যেক বীজকেই তার উপযুক্ত দেহ দান করে থাকেন। মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠাও ঠিক সেই রকম। দেহ কবর দিলে পর তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই দেহ এমন অবস্থায় জীবিত করে তোলা হবে যা আর কখনও নষ্ট হবেনা। তা অসম্মানের সংগে মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু সম্মানের সংগে উঠানো হবে; দুর্বল অবস্থায় মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু শক্তিতে উঠানো হবে ; সাধারণ দেহ মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু অসাধারণ দেহ উঠানো হবে।

আমরা যেমন সেই মাটির মানুষের মত হয়েছি, ঠিক তেমনি সেই স্বর্গের মানুষের মতও হবো।

আমি তোমাদের একটা গোপন সত্যের কথা বলছি, শোন। আমরা সবাই যে মারা যাব তা নয়, কিন্তু এক মূহুর্তের মধ্যে চোখের পলকে, শেষ সময়ের তূরীয় আওয়াজের সংগে সংগে আমরা বদলে যাব। সেই তুরী যখন বাজবে তখন মৃতেরা এমন অবস্থায় জীবতি হয়ে উঠবে যে, তারা আর কখনও নষ্ট হবে না ; আর আমরাও বদলে যাব। যা নষ্ট হয়, তাকে কাপড়ের মত করে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও নষ্ট হয় না। আর যা মরে যায়, তাকে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও মরেনা। .....তখন পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হবে – "মৃত্যু ধ্বংস হয়ে জয় এসেছে।" ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের জয় দান করেন।

ফিলিপীয় ঃ ৩ ঃ ২০, ২১, কিন্তু আমাদের বাসস্থান তো স্বর্গ, সেখান থেকে আমাদের উদ্ধার কর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসবার জন্য আমরা আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করছি। তিনি আমাদের দুর্বলতায় ভরা দেহ বদলিয়ে তাঁর মহিমাপূর্ণ দেহের মত করবেন। যে শক্তির দ্বারাই তিনি সব কিছু নিজের অধীনে আনেন সেই শক্তির দ্বারাই তিনি এই কাজ করবেন।

১ যোহন ৩ ঃ ২ ও ৩ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব। যে কেউ খ্রীষ্টের উপর এই আশা রাখে, যে নিজেকে খ্রীষ্টের মতই খাঁটি করতে থাকে।

১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৬–১৮ প্রভু নিজেই খুব জোর গলায় আদেশ দিয়ে প্রধান দূতের ডাক ও ঈশ্বরের তুরীর ডাকের সংগে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে, তখন তারাই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। তার পরে আমরা যারা জীবিত ও বাকী থাকব, আমাদেরও আকাশে প্রভুর সংগে মিলিত হবার জন্য তাদের সংগে মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে। আর এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সংগে থাকব।

১০ যীশু খ্রীষ্টই প্রভু

এই পাঠে আপনি পড়বেন

প্রভু হিসাবে যীশুর ক্ষমতা

প্রভু একটি ক্ষমতা সূচক নাম

ক্ষমতার প্রমাণ

প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি

মন্ডলীর প্রধান

রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু

প্রভু হিসাবে ক্ষমতা

আপনি কি যীশুকে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু বলে বিশ্বাস করেন ? এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এর উপরই আপনার আত্মিক জীবন নির্ভর করছে ।

রোমীয় ১০ ঃ ৯ যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে ।

প্রভু একটি ক্ষমতা সূচক নাম ঃ

লোকেরা যখন প্রভু বলে ডাকতো, তখন এ' কথাটির দ্বারা কি বুঝাতো ? প্রেরিত পৌল দু'শোর (২০০) বেশী বার এই নাম ব্যবহার করেছেন । কেন ? পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রভু যীশুর উপরে বিশ্বাস করা মানে কি ? ঈশ্বরই বা কেন বলেছেন যে, প্রত্যেক জিহ্বা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করবে ?

"কুরিয়স" হচ্ছে বাইবেলে ব্যবহৃত "প্রভু" কথাটির মূল গ্রীক শব্দ। এটা একটা ক্ষমতা সূচক নাম। শ্রদ্ধা ও ভক্তির চিহ্ন রূপে লোকেরা এই নাম ব্যবহার করত। স্যার বা মহাশয় ইত্যাদি ভদ্রতা সূচক সম্বোধন হিসাবেও এই নাম ব্যবহার করা হতে পারে। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তার গৃহের প্রভু। দাস-দাসীরা তাদের শাসনকর্তা বা রাজাকে প্রভু বলে স্বীকার করত।

কুরিয়সও একটা ভক্তি প্রকাশক নাম। বিভিন্ন ধর্মের উপাসকরা উপাসনার সময় তাদের দেবতাদের এই নামে ডাকতো। একমাত্র সত্য ঈশ্বর যিহোবাকেও এই নামে ডাকা হত। এই অর্থে বাইবেলে, প্রভু নামটি পিতা ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট এই উভয়ের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। যীশুকে প্রভু বলার মানে স্বীকার করা যে তিনি ঈশ্বর, তিনি পিতার সঙ্গে যুক্ত, তিনি মহাবিশ্বের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এবং আমাদের জীবনকে পরিচালনা করবার অধিকার তাঁর আছে।

যীশুকে যখন আমরা প্রভু বলে গ্রহণ করি, তখন তাঁর আদেশ নির্দেশ আনুযায়ী জীবন যাপন করি। প্রার্থনায় আমরা সব কিছু তাঁকে খুলে বলি। তাঁর বাক্য আমাদের প্রতিদিন পথ দেখিয়ে নেয়। কোন কিছুর জন্যই আমাদের দুশ্চিন্তার দরকার নেই। আমাদের প্রভু সব ক্ষমতা রাখেন, তিনি সব কিছুই জানেন, আর তিনি আমাদের ভালবাসেন। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা ও তাঁর বাধ্য হওয়া।

ক্ষমতার প্রমাণ ঃ

যীশু তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের সম্বন্ধে যে সত্য প্রকাশ করতেন, তাতে লোকেরা অবাক্ হত। তিনি নিজেকে পথ ও সত্য ও জীবন বলে অভিহিত করেছেন।

যীশু প্রকৃতি জগতের উপর তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তিনি ঝড়ের মধ্যে উত্তাল সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটেছেন। "থাম, শান্ত হও।"–যীশুর এই একটি কথায় প্রবল ঝড় থেমে গিয়েছে। তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত

করেছেন। তিনি পাঁচ টুকরা রুটি আর ছোট ছোট দু'টো মাছ দিয়ে ৫,০০০ লোককে খাইয়েছেন।

যীশু মৃত্যু ও রোগ ব্যাধির উপর তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় বধির শুনতে পেয়েছে, অন্ধ দেখতে পেয়েছে, পঙ্গু হাটতে পেরেছে। তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, তিনি মরে আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন।

যীশু তাঁর নৈতিক ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তিনি নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছেন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিমালা দিয়ে গেছেন। যে সব জীবন বিপথে গিয়ে নষ্ট হয়েছিল, তাদের জীবনকেই তিনি আবার সুন্দর, পবিত্র ও উপকারী করে তুলেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিখুঁত নেতা।

যীশু তাঁর আত্মিক ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তিনি পাপ ক্ষমা করেছেন। তিনি মন্দ আত্মাদের বের করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতার কাজ করেছেন এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বর্গে ফিরে গিয়েছেন ও সেখান থেকে তাঁর মন্ডলীর জন্য পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যীশু মন্ডলীর উপরে তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। প্রভু হিসাবে তিনি জগতে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছেন, আর তারা যাতে সেই কাজ করতে পারে, সেজন্য তাদের আত্মিক শক্তিও দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর আদেশ পালন করি, তবে স্বর্গের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।

যোহন ১৩ : ১৩ "তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক, আর তা ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই"।

মথি ২৮ : ১৮-২০ "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের

যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি

আজকের এই পৃথিবীতে মন্ডলী, যীশুকে তার প্রভু বলে স্বীকার করে। স্বর্গে অন্যান্য সব আত্মিক সত্বা বা ক্ষমতার উর্দ্ধে তাঁর স্থান। আর একদিন সমস্ত জগৎ তাঁকে এর ন্যায় সংগত রাজা ও প্রভু বলে স্বীকার করবে।

ইফিষীয় ১ ঃ ২০-২২ তিনি (ঈশ্বর) মৃত্যু থেকে খ্রীষ্টকে জীবিত করে তুলেছেন এবং স্বর্গে তাঁর ডান দিকে বসিয়েছেন। সেখানে খ্রীষ্টের হাতে সমস্ত শাসন, ক্ষমতা, শক্তি এবং রাজত্ব রয়েছে। আর যাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তা সে এই যুগের হোক কিম্বা আগামী যুগের হোক সব নামের উপরে তাঁর নাম। ঈশ্বর সব কিছু খ্রীষ্টের পায়ের তলায় রেখেছেন, আর তাঁকে সব কিছুর অধিকার দিয়েছেন, আর তাঁকেই মন্ডলীর মাথা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

মন্ডলীর মস্তক ঃ

যারা যীশুকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে তারা সবাই তাঁর মন্ডলীর সভ্য। প্রেরিত পৌল তার চারটি চিঠিতে বলেছেন যে, যীশু আমাদের মস্তক এবং মন্ডলী তাঁর দেহ। খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে আমরা যে সব অধিকার লাভ করি, সেগুলি সম্বন্ধে আমরা পড়েছি। আমরা যদি যীশুকে আমাদের জীবনে প্রথম স্থান দেই ; তবেই অমরা এই অধিকারগুলি ভোগ করতে পারি। মাথাই দেহকে পরিচালনা দেয়, দেহ মাথাকে নয়। দেহের প্রতিটি অংগেরই একটা নিজস্ব স্থান এবং কাজ আছে। আমাদের সবাইকেই দেহের মঙ্গলের জন্য একত্রে কাজ করতে হবে এবং আমাদের মস্তক, খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে।

কলসীয় ১ : ১৭, ১৮ তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে। এছাড়া তিনিই তাঁর দেহের অর্থাৎ মন্ডলীর মাথা। তিনিই প্রথম আর তিনিই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়েছিলেন, যেন সব কিছুতেই তিনিই প্রধান হতে পারেন।

রোমীয় ১২ : ৫, ৬ আমরা সংখ্যায় অনেক হলেও খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে একটা দেহই হয়েছি। আমাদের সকলের একে অন্যের সংগে যোগ আছে। ঈশ্বরের দয়া অনুসারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দান পেয়েছি।

এই পৃথিবীতে তাঁর মন্ডলী স্থাপন করবার আগে, যীশু তাঁর মন্ডলীকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর সংগে রাজত্ব করবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে তুলবেন।

তিনি আমাদের সবাইর ভুল ত্রুটি ও ব্যর্থতার বিচার করবেন এবং তাঁর জন্য যা কিছু করেছি, তার পুরস্কার দিবেন। তাঁর চিরস্থায়ী রাজ্যে তাঁর সাথে রাজত্ব করতে হলে, আগে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২ করিন্থীয় ৫ : ১০ এর কারণ হল, খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে আমাদের সকলের সব কিছু প্রকাশ করা হবে, যেন আমরা প্রত্যেকে এই দেহে থাকতে যা কিছু করেছি, তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেই হিসাবে তার পাওনা পাই।

এই বিচারের পরে স্বর্গে এক বিরাট ভোজ হবে, যা মেষ-শাবকের বিবাহ ভোজ নামে পরিচিত। প্রকাশিত বাক্যে আমরা এর বিবরণ পাই। প্রকাশিত বাক্যে উনত্রিশ বার যীশুকে মেষ-শিশু (বা মেষ-শাবক) বলা হয়েছে। স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পর থেকে এটিই তাঁর সম্মান-সূচক উপাধি বা নাম। মেষ-শিশুর ভাষা রূপে মন্ডলীও এই সম্মানের ভাগী।

প্রকাশিত বাক্য ১৯ : ৫-৮ তখন সিংহাসন থেকে একজন বললেন, "ঈশ্বরের দাসেরা এবং তোমরা যারা ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তোমরা ছোট বড় সবাই আমাদের ঈশ্বরের গৌরব কর।" তারপর আমি অনেক লোকের ভীড়ের শব্দ, জোরে বয়ে যাওয়া স্রোতের শব্দ ও জোরে বাজ পড়ার শব্দের মত

করে বলা এই কথা শুনলাম। "হাল্লিলূয়া! আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর রাজত্ব করতে শুরু করেছেন। এস, আমরা মনের খুশিতে খুব আনন্দ করি আর তাঁর গৌরব করি; কারণ মেষ-শিশুর বিয়ের সময় হয়েছে এবং তাঁর কনে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। উজ্জ্বল, পরিস্কার ও সুন্দর কাপড় তাঁকে পরতে দেওয়া হয়েছে। সেই সুন্দর কাপড় হল ঈশ্বরের লোকদের সৎকাজ।"

রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু :

যীশু কে, সে বিষয়ে একটা চিত্র লাভের জন্য আমরা ভবিষ্যতের প্রতি, খ্রীষ্টের মহিমান্বিত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

প্রকাশিত বাক্য ১ : ৭-৮ দেখ তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন।------"যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও আছেন আমি সেই আল্‌ফা এবং ওমেগা। আমিই সমস্ত শক্তির অধিকারী।"

আল্‌ফা ও ওমেগা হচ্ছে গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষর। এর দ্বারা শুরু এবং শেষ বুঝানো হয়েছে। যীশু আল্‌ফা–তিনিই সব কিছুর মূলে, তিনি সৃষ্টির উৎস। যীশু ওমেগা–যিনি ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনা পূর্ণ করবেন। তিনি ঈশ্বরের সাথে সব কিছুর সঠিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনবেন। তিনি সমস্ত মন্দের উপরে জয়লাভ করবেন এবং রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু রূপে অনন্তকাল রাজত্ব করবেন।

যীশু আসবার আগে যে সব ঘটনা ঘটবে, তা তিনি বর্ণনা করেছেন। প্রকাশিত বাক্যে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে : যুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, দূষিত জল, সমুদ্রের মাছ মরে যাবে, গাছপালা ধ্বংস হবে, স্বেচ্ছাচারী শাসনের অত্যাচার চলবে–সৃষ্টি হবে মৃত্যুর বিভীষিকা।

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক যে, এখানেই এর শেষ নয়। পাপের ফলে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যু আসে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জন্য মানুষকে উদ্ধার করেছেন। আর এই পৃথিবীতে তিনি তাঁর নিখুঁত রাজ্য স্থাপন করবেন। যীশুই ওমেগা। তিনি তাঁর ক্ষমতায় যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর রক্তের

মূল্যে যাকে মুক্ত করেছেন, সেই জগতের উপর রাজত্ব করবার জন্য তিনি শীঘ্রই আসছেন।

প্রকাশিত বাক্য ১৯ : ১১, ১৩, ১৪, ১৬ পরে আমি দেখলাম স্বর্গ খোলাই আছে, আর সেখানে একটা সাদা ঘোড়া রয়েছে, যিনি সেই ঘোড়ার উপরে বসে ছিলেন তাঁর নাম হল 'বিশ্বস্ত ও সত্য'। তিনি ন্যায়ভাবে বিচার ও যুদ্ধ করেন। .....আর তাঁর নাম হল, 'ঈশ্বরের বাক্য।' স্বর্গের সৈন্যদল তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। ....তাঁর পোষাক ও উরুতে এই নাম লেখা আছে, "রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু।"

মথি ২৪ : ৩০ , ২৫ : ৩১, ৩২ "পৃথিবীর সমস্ত লোক.....মনুষ্যপুত্রকে শক্তি ও মহিমার সংগে মেঘে করে আসতে দেখবে। মনুষ্যপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসাবেন। সেই সময় সমস্ত জাতিকে তাঁর সামনে এক সংগে জড় করা হবে।"

যিশাইয় ১১ : ৪, ৬, ৯ ; ৩৫ : ১, ৫, ৬, ১০ কিন্তু ধর্মশীলতায় দীনহীনদের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষ্পত্তি করিবেন। .....আর কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত বাস করিবে.....গোবৎস যুবসিংহ ও হৃষ্ট-পুষ্ট পশু একত্রে থাকিবে এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে চালাইবে। সে সকল আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না ; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।

প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে, মরুভূমি উল্লাসিত হইবে। তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে, আর বধিরদের কর্ণ মুক্ত হইবে। তৎকালে খঞ্জ হরিণের ন্যায় লম্ফ দেবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দ গান করিবে ; কেননা প্রান্তরে জল উৎসারিত হইবে, ও মরুভূমির নানা স্থানে প্রবাহ হইবে।

আর সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, আনন্দ গান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে,